জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobanglaDigital /jago_bangla www.jagobangla.in

কর্মী ছাঁটাই

১৭ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ। তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপে ছাঁটাইয়ের কথা জানানো হয়। তাঁরা কলেজে ঢুকতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। বিক্ষোভ পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ে। কর্মীদের দাবি, পুনর্নিয়োগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন



নিম্নচাপের বৃষ্টি

নিম্নচাপের জেরে বদলাচ্ছে আবহাওয়ার সমীকরণ। আজ নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। দুই ২৪ পরগণা, হাওড়া, দুই মেদিনীপুরে হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার দু-একটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি

সরকারের শর্ত মানবেন না ৬০ দিন গৃহবন্দি ওয়াংচুক



অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড় আকভান



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৬২ • ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ • ২৯ কার্তিক ১৪৩৩ • সোমবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 162 • JAGO BANGLA • MONDAY • 16 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

বিজেপির নোংরা কোন্দল, বলি হলেন মণ্ডল সম্পাদকের স্বামী

পানিহাটিতে ব্যবসায়ীর ওপর চড়াও, প্রতিবাদে হামলা

টালিগঞ্জে বেইমান সাংসদ মালাকে ঘিরে বিক্ষোভ

প্রতিবেদন: জুলুমবাজি, হুলিয়া জারি, অন্যায় ভাবে দখলদারি, তোলাবাজি বিজেপির মজ্জায় ঢুকে গেছে। আর এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেই প্রাণ যাচ্ছে। স্বার্থে আঘাত লাগলে বাদ দেওয়া হচ্ছে না দলীয় কর্মীদেরও। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজের দলেরই একাংশের রোষানলে পড়ে প্রাণ হারাতে হল এক সক্রিয় বিজেপি কর্মীকে। উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির দেশবন্ধুনগর ও সোদপুর সাইডিং বাজার সংলগ্ন এলাকায় শনিবার রাতের এই ঘটনা বিজেপির অন্দরের পচন ও লাগামছাড়া গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে এনেছে। নিহত কর্মীর নাম অরূপ সাহা। যে সরকার নিজেদের কর্মীদেরই নিরাপত্তা দিতে পারে না তারা রাজ্যবাসীকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখবে।

জানা গিয়েছে, বাজারে এক ব্যবসায়ীকে মারধর করতে দেখে প্রতিবাদ করেন বিজেপির মণ্ডল সম্পাদক রুমা সাহা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় দলেরই একদল যুবক রুমা দেবীর ওপর চড়াও হয় এবং তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। স্ত্রীকে হেনস্থা হতে দেখে বিবাদ মেটাতে ও প্রতিবাদ করতে ছুটে আসেন তাঁর স্বামী অরূপ সাহা, যিনি নিজেও দলের একজন সক্রিয় কর্মী। অভিযোগ, সেই সময় উত্তেজিত যুবকেরা অরূপবাবুকে লক্ষ্য করে ধাক্কাধাক্কি ও মারধর শুরু করে। সজোরে ধাক্কায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। রাতেই তাঁকে কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রবিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর বিজেপির সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যে দল প্রায়শই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও (এরপর ১১ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



দুর্বাঘাস

দুর্বাঘাস কচি শতদল
পাদপ্রদীপের ছোঁয়ায় বন্দিত
ঝরনার জলের শীতল ছোঁয়ায়
কচিকচি দূর্বাদল।
শালুক ফুলের কদম্ব
ঘন ঘন নিশ্বাস বয়ে যাচ্ছে।
দুর্বাঘাস নাকি
কথা বলতেই পারে না।
ভাবলেশ বিহীন
ক্লেশগ্লানি
দূর্বাদল দুর্বল নয়,
দিশাহীন দশার দশধারী নয়।
বৃহৎ অট্টালিকা
বৃহন্নলা পরিবার
বিদর্ভ বিদারী।
বিষণ্ণ বদন!
কেন মলিন?
জলে বর্ষা নেই,
কান্না শুকনো।
কান্নাকাটি
অশ্রু দিয়ে জল গড়াও
দূর্বাদল সতেজ,
খুশি।



কমিশনে কল্যাণ, ডেরেক ও দোলা।

কমিশনে তিন ট্রাক-বোঝাই নথি পাঠাল তৃণমূল কংগ্রেস

প্রতিবেদন : দলীয় নাম, প্রতীকের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে রবিবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দুই ট্রাকভর্তি নথি জমা দেওয়া হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন ও দোলা সেন। আরও একটি ট্রাক আসবে বলে জানিয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের শ্রীরামপুরের সাংসদ জানিয়েছেন, ৩টি ট্রাক যাচ্ছে কমিশনে। সব হার্ড কপি এবং সফট কপি জমা দেওয়া হয়েছে। যা যা নথি জমা দেওয়া হচ্ছে, তা গদ্দার শিবিরকেও দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি হলফনামায় স্ট্যাম্প পেপারে ব্যক্তির ছবিসহ ভোটার কার্ডের ফটোকপি যুক্ত করা হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছেন, লোকসভার আটজন এবং রাজ্যসভার ন'জন মিলিয়ে মোট ১৭ জন সাংসদের সই করা হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছে। ৩২ জন বিধায়কের সই করা হলফনামা জমা পড়েছে। মেঘালয়ের পাঁচজন এবং অসমের পাঁচজন বিধায়কের সমর্থন জমা পড়েছে। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের ১৪ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ছ'জনের সমর্থন জমা দেওয়া হয়েছে। কাউন্সিলর এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের হলফনামাও জমা দেওয়া হয়েছে। দুই লক্ষের বেশি প্রাইমারি মেম্বারের সমর্থনের হলফনামা জমা পড়েছে।

এতদিন বালিশ শিবিরের গদ্দারদের তরফে দাবি করা হচ্ছিল তাদের পক্ষে ৬০-এর বেশি বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। (এরপর ১১ পাতায়)

রাষ্ট্রযন্ত্রকে দিয়ে রেইকি সাংসদের বাড়ির সামনে, আইনের শাসন নেই বাংলায়



প্রতিবেদন : বিজেপির লুম্পেনদের দিয়ে হামলা করানোর পর এবার পুলিশকে কাজে লাগিয়ে কণ্ঠরোধ করার চক্রান্ত করছে শুভেন্দুর সরকার। সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের চারপাশে গোপনে নজরদারি চালানোর জন্য শুভেন্দু অধিকারী এবার কলকাতা পুলিশের কর্মীদের মোতায়েন করেছেন। যে



পুলিশ প্রশাসনের উচিত জনগণকে সুরক্ষা দেওয়া, নিরাপত্তা দেওয়া। সেই পুলিশকে দলদাসে পরিণত করে সাংসদকে হেনস্থা করতে কাজে লাগাচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারীর এহেন কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল কংগ্রেস। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি সিসিটিভি ফুটেজও পোস্ট করে। তাতে দেখা যায় পুলিশের একটি লাল গাড়িকে অভিষেকের পটুয়াপাড়ার কালীঘাটের বাড়ির সামনে ঘুরঘুর (এরপর ১১ পাতায়)

পুনর্নির্মাণের নামে পুলিশি হেফাজতে খুন নানুরে



নিহত রতন শেখ

প্রতিবেদন : আগেই অনুমান করা হচ্ছিল রতন শেখকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে মারা হবে। হিসাব মিলে গেল। রাজ্যে পুলিশের হেফাজতে এই নিয়ে মৃত্যু হল দশজনের। শুক্রবার রাতে অভিযানে গিয়ে রতন ও তার সঙ্গীর গুলিতে জখম হয়েছিলেন কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাস। তার দু'দিনের মাথাতেই পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হল অভিযুক্ত রতন শেখের। শনিবার রাতে আহত কনস্টেবলকে দেখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ''পুলিশকর্মীর রক্ত বৃথা যাবে না।'' এই হুঁশিয়ারিতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল রতনের পরিণতি। আর তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কুখ্যাত দুষ্কৃতী রতন শেখকে গুলি করে মেরে ফেলা হল।

ঘটনার পর বোলপুর, নানুর ও শান্তিনিকেতন-সহ চার থানার পুলিশ যৌথভাবে চিরুনি তল্লাশি শুরু করে। রবিবার দুপুরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। সূত্রের দাবি, পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে রতন অপরাধ স্বীকার করে নেয়। শুক্রবার পুলিশ কনস্টেবলকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথায় রয়েছে, জেরায় তা-ও জানিয়ে দেয় রতন। সেইমতো রবিবার বিকেলে রতনকে নিয়ে নানুরের ওই ইটভাটায় অস্ত্র (এরপর ১১ পাতায়)

৬ মাসে ১০ খুন

বারুইপুর	:	প্রভাস মণ্ডল
হালিশহর	:	বিরজু কেওট
বাখরাহাট	:	পালান রায়
চন্দ্রকোনা	:	রাহুল রুইদাস
দুবরাজপুর	:	বরজাহান শাহ
গাইঘাটা	:	প্রহ্লাদ দাস
সামশেরগঞ্জ	:	সামাউন শেখ
বারুইপুর	:	বাসুদেব নস্কর
রায়গঞ্জ	:	দিলীপ রায়
নানুর	:	রতন শেখ

নানা রকম

জাগোবাংলা
16 November, 2026 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩০ মিহির সেন (১৯৩০-১৯৯৭) এদিন পুরুলিয়ার মানভূমে জন্ম নেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে মিহির ছিলেন বড়। বাবা ডাক্তার রমেশ সেনগুপ্ত ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন মানুষ। সাতসমুদ্র তেরো নদী সাঁতার কেটে পার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন মিহির। তাই ব্যারিস্টার হবেন বলে বিলেতে গিয়েও হয়ে গিয়েছিলেন 'দীর্ঘ পথের সাঁতারু'। মাত্র এক বছরে পার করেছিলেন পাঁচটি সমুদ্র। সারা বিশ্ব অবাক হয়ে প্রবাদপ্রতিম এক বাঙালি সাঁতারুর জন্ম হতে দেখেছিল। তাঁর বয়স তখন সতেরো। দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। প্রথমে তিনি বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করেন। রাজনীতিবিদ, সিনেমার তারকা, বড় ব্যবসায়ী— কাউকেই বাদ দেননি। কিন্তু সাড়া পাননি কারও কাছ থেকে। এমন সময়ে তিনি খবর পান, ওড়িশার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক রাজ্যের তরুণ ছেলেমেয়েদের নানা ভাবে সাহায্য করে থাকেন। মিহির সটান হাজির হয়ে যান তাঁর কাছে। কিন্তু প্রথমে তাঁকেও হতাশ



করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মিহির হার মানার মানুষ তো ছিলেনই না, ছিলেন নাছোড়বান্দা। যেখানেই মুখ্যমন্ত্রী যান, সেখানেই দেখা যায় মিহির তাঁর আশপাশে ঘুরঘুর করছেন। শেষে বিরক্ত হয়ে বিজু পট্টনায়ক তাঁর বাড়িতে আসতে বলেন মিহিরকে। তাঁকে একটি সুটকেস, দশ পাউন্ড ও ইংল্যান্ডে যাওয়ার জাহাজের তৃতীয় শ্রেণির একটি টিকিট ধরিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। সালটা ১৯৫০, মিহিরের বয়স কুড়ি। কেবল ইচ্ছাশক্তির উপর ভর করে সপ্তমবারের চেষ্টায় চোদ্দো ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সাঁতার কেটে মিহির সেন শেষ অবধি ফ্রান্সের তীরে পৌঁছতে পেরেছিলেন। সেই ভোরে ফ্রান্সের তীরে পৌঁছে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে জলে ভেজা ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে ধরে ইংলিশ চ্যানেলের গর্জন ছাপিয়ে গেয়ে উঠেছিলেন জাতীয় সংগীত।

১৯১৪ কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যিক ও শিল্পী। তাঁর প্রধান গল্প 'নিম অন্নপূর্ণা', 'শ্যাম নৌকা', 'গোলাপ সুন্দরী', 'সুহাসিনীর পমেটম' ইত্যাদি। 'অন্তর্জলি যাত্রা', 'পিঞ্জরে বসিয়া সুখ' ইত্যাদি তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর ভাষা আপাতকঠিন হলেও শব্দসৌন্দর্য ও গভীরতায় অনেক লেখককে আকৃষ্ট করেছিল। চন্দনের বনে প্রবেশ করতে গেলে অনেক জঙ্গল পেরোতে হয়। সেসব পেরিয়ে গা-হাত-পা ছড়ে যাওয়ার পর যখন চন্দনের বনে প্রবেশ করা হয়, তখন সেই সৌরভে মন-প্রাণ ভরে ওঠে। নিজের গদ্যকে এ ভাবেই বর্ণনা করেছিলেন তিনি। সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র— একসঙ্গে তিনি শিল্পরীতির এতগুলো মাধ্যমে কাজ করেছেন আবার সেন্সাস বা শিক্ষকতার মতো কাজও করেছেন বড় যত্ন নিয়ে। বাংলার তাবড় তাবড় বিদ্বজ্জন ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী। ফরাসি সাহিত্যে বিদগ্ধ ছিলেন।



১৮৯০ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৯০-১৯৬৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ছাড়া পাওয়ার পর চিকিৎসা শাস্ত্রের স্নাতক হয়ে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের আবাসিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি ও তাঁর পোলিশ স্ত্রী আন্না নিউতা স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিটিউক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করে ভারতে প্রথম পেনিসিলিন প্রস্তুত করেন।

২০০১
'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোজফার্স স্টোন' মুক্তি পেল এদিন। জে কে রাউলিং-সৃষ্ট হ্যারি পটার চরিত্র নিয়ে প্রথম চলচ্চিত্র। হ্যারি পটারের ভূমিকায় ড্যানিয়েল রাডক্লিফ। হগোয়ার্টসের জাদু বিদ্যালয়ে হ্যারির প্রথম বছরের অভিজ্ঞতা ছিল এই ছবির বিষয়।

১৯৮৮ বেনজির ভুট্টো (১৯৫৩-২০০৭) এদিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি আধুনিক কালে ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি দুই দফায়, ১৯৮৮-১৯৯০ এবং ১৯৯৩-১৯৯৬ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।



১৯৮৬ বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬) এদিন প্রয়াত হন। প্রখ্যাত নাট্যকার, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম দিককার মঞ্চ অভিনেতা ও নাট্যকারদের অন্যতম। একাধিক চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন।



নজরকাড়া ইনস্টা



■ অর্পিতা সরকার, সঙ্গে দেবশঙ্কর ও সোহিনী



■ সারা আলি খান



■ সম্পূর্ণা লাহিড়ী

কর্মসূচি



■ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কাদুয়া অঞ্চলে বিজয়া সম্মিলনীতে প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরি।

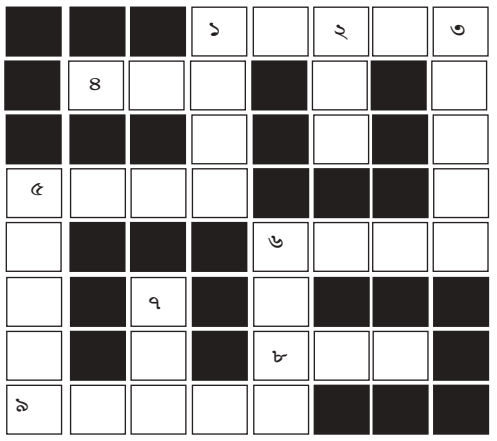


■ রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার বৈঠকে বিধায়ক বাবর আলি।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৮২



পাশাপাশি : ১. অল্প পরিশ্রমে অর্জিত প্রচুর অর্থ ৪. ব্যয় ৫. জমির চতুঃসীমার বিবরণ ৬. অবশ্যম্ভাবী ৮. তৈরি করা, গড়া ৯. মশলাদার ব্যঞ্জন।

উপর-নিচ : ১. অশ্লীল গালাগালি ২. বস্তু, দ্রব্য ৩. বেদের বিখ্যাত টীকাকার ৫. চক্রবাকপক্ষী ৬. চোখের জল ৭. ধৌত, পরিষ্কৃত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৮১ : পাশাপাশি : ১.পাকল ৪. হটলাইন ৬. বঞ্চনা ৭. কবুতর ৯. লঘুচেতা ১২. আড়ত ১৩. সিনাকলিজা ১৪. দশাঙ্গ।
উপর-নিচ : ১. পালাবদল ২. লহনা ৩. ভোলাপুক ৫. নমিত ৮. রণতরঙ্গ ১০. ঘুনসি ১১. তার্কিকতা ১২. আজাদ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
আমারশহর
16 November, 2026 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in
৩
১৬ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

নৈহাটির বড় পুকুরে ভেসে উঠল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতের নাম বাপি দত্ত (৫৮)। পেশায় অটোচালক। তদন্তে নৈহাটি থানা

মাঝরাস্তায় মণ্ডল সভাপতির সঙ্গে ঝগড়া কৌস্তুভের

তোলাবাজ বিধায়ক গো-ব্যাক স্লোগান তুলল দলের কর্মীরাই

প্রতিবেদন : নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ফের গো-ব্যাক স্লোগানের মুখে পড়লেন ব্যারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান দলেরই কর্মীরা। মাঝ রাস্তায় বিজেপি মণ্ডল সভাপতির সঙ্গে বচসায়ও জড়ান কৌস্তুভ বাগচী। একদিকে দলীয় কোন্দল, অন্যদিকে তোলাবাজির কারণে তীব্র জনরোষ। দুইয়ে মিলে মাত্র ছয় মাসে ঘরে-বাইরে বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে তীব্র অসন্তোষ। এই সবে ন্যাড়া মাথায় কুচো কুচো চুল গজিয়েছে। ক্রমাগত দলীয় কর্মীদের আক্রমণের শিকার হতে থাকলে তিনি আবার ন্যাড়া হয়ে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষের।



মাঝরাস্তায় বিধায়ক বনাম মণ্ডল সভাপতি।

ব্যারাকপুরের বিধায়ক যেখানেই যাচ্ছেন তাঁর ওপর চড়াও হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কখনও আবার দলীয় কর্মীরাই তাঁকে ঘিরে গো-ব্যাক স্লোগান তুলছেন। ঘোষপাড়া রোডে ছটপুজোর শাড়ি বিলি করতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়েন ব্যারাকপুরের বিধায়ক। চোর চোর স্লোগান ওঠে। বিক্ষোভকারীদের কৌস্তুভকে নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ।

ছয় মাসের সরকারে দলের অন্দরে এহেন অশান্তি দেখে তীব্র কটাক্ষ করেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। কৌস্তুভকে কটাক্ষ করে তাঁর দাবি, বিজেপি যদি এভাবে ওর ওপর উৎপাত বাড়ায় ও কিন্তু আবার ন্যাড়া হয়ে যাবে। তখন বলবে এসব যতদিন না বন্ধ হবে ততদিন চুল রাখব না। শীতকাল আসছে। লাগাতার যদি বিজেপি তাকে ঘিরে স্লোগান দেওয়া শুরু করে, তাতে শীতের মধ্যে ন্যাড়া হয়ে গেলে ঠান্ডা লাগতে পারে।

বেইমান সাংসদ মালাকে ঘিরে বিক্ষোভ বিজেপির

প্রতিবেদন : ধোপার বাড়ি যাওয়া কলকাতা দক্ষিণের সাংসদকে ঘিরে তীব্র বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। টালিগঞ্জে একটি পুকুরে ছটপুজোর ব্যবস্থা করা হয়। তারই প্রস্তুতি দেখতে গিয়েছিলেন মালা রায়। যেখানে ওই ছটপুজোর প্রস্তুতি চলছিল, সেখানে একটি চেয়ারে বসেন তিনি। ঘটনাস্থলে ঠায় বসেছিলেন। সেই সময় একদল মহিলা, যাঁরা নিজেদের বিজেপি বলে দাবি করছেন, তাঁরাই বিক্ষোভ দেখান।

বিজেপির বি-টিমে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে বিজেপিরই দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বেইমান সাংসদকে। এলাকায় দখলদারির রাজনীতি করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ওয়াশিং মেশিন সাংসদ তাঁদের ঘর কেড়ে নিয়েছেন। তাঁদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে।

এই ঘটনায় কলকাতা দক্ষিণের সাংসদকে কটাক্ষ করে বিধায়ক কুণাল বলেন, বিশ্বাসঘাতকতা করে যাওয়া নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সব দিয়েছিলেন। কাউন্সিলরের সঙ্গে সাংসদ, পুরসভার চেয়ারপার্সন সবকিছু দিয়েছিলেন উজাড় করে। তিনি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে ওয়াশিং মেশিনে চলে যান সাধারণ মানুষ তো ক্ষুব্ধ হবেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী হওয়ায় যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন, তিনি চলে গেলে সাধারণ মানুষ তো ক্ষুব্ধ হবেই। যদি বিজেপিই তাঁকে অপমান করে থাকে তাহলে বি-টিমে নাম লিখিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চা খেয়ে কী লাভ হল? প্রশ্ন তোলেন কুণাল।

বিক্ষোভকারীদের একাংশের বক্তব্য, একটি মাঠে কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে ছটপুজোর আয়োজন করা হচ্ছিল। ছটপুজোর প্রস্তুতি শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। ওয়াশিং মেশিন সাংসদ সেখানে গিয়ে বাধা দেন। সেই কারণেই বিক্ষোভ।

ধোপার বাড়ি যাওয়া ২০ জন সাংসদকে হুলিয়া বিজেপির

প্রতিবেদন : ৪ মে-র পর ডিগবাজি খেয়ে দিল্লিতে ধোপার বাড়িতে গিয়েছিলেন। এখনও নিজেদের পরিচয় জানাতে পারেননি। নামগোত্রহীন সেই ২০ সাংসদদের এবার কড়া অনুশাসনে বাঁধার কাজ শুরু করেছে বিজেপি। তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে হুলিয়া জারি করেছে বিজেপি। আর এই হুলিয়া জারিতেই ফের স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ওই বেইমান সাংসদদের টিকি বাঁধা আছে বিজেপির হাতে।

বিজেপি হুলিয়া জারি করে জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি এবং এনসিপিআই সাংসদরা দিল্লি অথবা কলকাতা বাদে অন্য কোনও রাজ্যে বা দেশে যেতে পারবেন না। তাঁদের যে কোনও সময় দিল্লি থেকে ডাক আসতে পারে। অর্থাৎ সংসদে যে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হচ্ছে, তা একপ্রকার স্পষ্ট। সেজন্যই দিল্লিতে ধোপার বাড়িতে গিয়ে ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে পড়া সাংসদদের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, আগামী ২০ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ফের একবার মহিলা সংরক্ষণ বিল ও আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন বিল পেশ করার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। সেজন্যই নেতৃত্বের তরফে বার্তা পাঠানো হয়েছে, ওই অধিবেশনে বাধ্যতামূলকভাবে অংশ নিতে হবে। সবাইকে উপস্থিত থাকতে হবে। তাই যাতে তলব করা হলেই দিল্লিতে হাজির হতে পারেন সাংসদরা, তা নিশ্চিত হতে চাইছে বিজেপির এই হুলিয়া জারি।

ধোপার বাড়ি যাওয়া ২০ সাংসদকে এনসিপিআই নামক একটি ছোট দলে যোগ করিয়েছে বিজেপি। তবে তাদের ভাগ্য এখনও ঝুলে। তাই তাঁরা নিজেদের দলীয় পরিচয় দিতে পারছেন না। দিনের পর দিন সময় চেয়ে যাচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টে। কোন দলে আছেন মুখে বলতে পারছেন না এই গদ্দাররা।

পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বিহার হবে! অন্যথায় ধড় ও মুন্ডু আলাদা করার হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার

সংবাদদাতা, হাওড়া : পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বিহার হবে। পশ্চিম ঝাড়খণ্ড হবে, পশ্চিম ওড়িশা হবে। মিনি পাকিস্তান তো হচ্ছে না! আজব দাবি বিজেপির যুবমোর্চার রাজ্য সভাপতির! তাঁর আরও হুঁশিয়ারি বিহারি আর বাঙালিকে আলাদা করতে চাইলে ধড়-মুন্ডু আলাদা করে দেওয়ার।

বিজেপির যুবমোর্চার রাজ্য সভাপতির দাবি, কলকাতায় যারা বিহারি আর বাঙালিকে আলাদা করতে চায় তাদের আমরা ধড় আর মুন্ডু আলাদা করার ক্ষমতা আমরা রাখি। পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বিহার হবে, পশ্চিম ঝাড়খণ্ড হবে, পশ্চিম ওড়িশা হবে। আমরা তো আর মিনি পাকিস্তান করছি না! পশ্চিম-বাংলাদেশ করছি না! তাই যারা বলছে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বিহার হয়ে যাচ্ছে, তাদের বলছি হ্যাঁ সেটা অবশ্যই হবে। এভাবেই প্রকাশ্যে বাংলা-বিরোধী মন্তব্য করেছেন বিজেপির যুবমোর্চার রাজ্য সভাপতি ও আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত।

তাঁর এই বক্তব্য সমাজমাধ্যমে ইতিমধ্যে ভাইরাল। একজন বিধায়ক কীভাবে কোনও মানুষের ধড় আর মুন্ডু আলাদা করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিতে পারেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। পুলিশ কেন কোনও সুয়োমটো মামলা করছে না সেকথাও অনেকে বলছেন। যদিও এই নিয়ে হেলদোল নেই বিজেপি নেতা অমিত সামন্তের। তিনি বলেছেন, যা বলেছি একদম ঠিক বলেছি। ৪৬-এর দাঙ্গার মূল চক্রী ছিল সুরাবর্দি। আর সেইসময় কলকাতায় বহু বাঙালির প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বিহারি ভাইরা। তাই যারা বিহারি আর বাঙালিকে আলাদা করতে চাইবে তাদের ওইভাবে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। কিন্তু একজন বিধায়ক প্রকাশ্যে মানুষের ধড়-মুন্ডু আলাদা করে দেওয়ার পরেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ কেন নিচ্ছে না সেই প্রশ্ন উঠছে। এই নিয়ে প্রশাসন আদৌ কোনও ব্যবস্থা নেয় কি না সেটাই এখন দেখার।

জগৎবল্লভপুরে ৯টি গরু পাচার

সংবাদদাতা, হাওড়া : বেআইনিভাবে গরু পাচারের অভিযোগ। নিষ্ক্রিয় পুলিশ। চোখে ধুলো দিয়ে নয়টি গরু পাচার হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। একদিকে বাংলায় গোরক্ষক বাহিনী তৈরি করতে চলেছে বিজেপি। অন্যদিকে নজরই নেই পুলিশের। গরুগুলি পরিবহণের সপক্ষে কোনও বৈধ নথিপত্র ছিল না। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর চাপে পড়ে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা যায়, ধৃতের নাম শেখ আসগর আলি(৫২)। তিনি জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। গাড়ি-সহ উদ্ধার হওয়া ৯টি গরু বাজেয়াপ্ত করা গেছে।

জগদ্ধাত্রীর থিমে ঘড়ির কাঁটা থেকে গিয়ারের ঘূর্ণন

সৌগত রায় • চন্দননগর

জগদ্ধাত্রী পুজোয় চমৎকার থিম পুজো চন্দননগরে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে জীবন। সেই সময়ের প্রবাহ আর যান্ত্রিক গতিশীলতাকেই এবার জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরেছে চন্দননগরের গোন্দলপাড়া অম্বিকা অ্যাথলেটিক ক্লাব। ঘড়ির কাঁটা থেকে গিয়ারের ঘূর্ণন—সময়ের নানা অনুষঙ্গেই সাজানো হয়েছে মণ্ডপ। বিশালাকার ঘড়ির ডায়াল, গিয়ার এবং বিভিন্ন যান্ত্রিক নকশায় ফুটে উঠেছে সময়ের সঙ্গে মানুষের ছুটে চলার ছবি। লাল, নীল ও হলুদ আলোর ব্যবহারে মণ্ডপের অন্দরে তৈরি হয়েছে নাটকীয় আবহ। তবে এ বারের মণ্ডপের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার চলমান কাঠামো। মণ্ডপের বিভিন্ন অংশ এবং শৈল্পিক উপাদান ক্রমাগত ঘুরছে, বদলাচ্ছে অবস্থান। ফলে মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীরা এক স্থির শিল্পকর্ম নয়, বরং চোখের সামনে বদলে যেতে থাকা এক গতিশীল শিল্পের সাক্ষী হচ্ছেন। প্রতিমা নির্মাণেও সাবেক ও আধুনিক শিল্পকলার মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। আলো-আঁধারির খেলা এবং নানা ভাস্কর্য মণ্ডপের ভাবনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সময়, যন্ত্রের গতি ও শিল্পসৃজনের মেলবন্ধনে অন্যরকম অভিজ্ঞতা পুজো মণ্ডপে।



চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার দেবী প্রতিমা। মণ্ডপসজ্জায় অভিনবত্ব।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
16 November, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

এ কোন রাজ্য!

এরা নাকি পরিবর্তন আনবে! হাস্যকর। ক্ষমতায় এসে বিজেপি তাদের আসল রূপ দেখাতে শুরু করেছে। সাড়ে পাঁচ মাসের বিজেপি সরকারের আমলে পুলিশি হেফাজতে খুনের সংখ্যা হল ১০। প্রত্যেকবার একই চিত্রনাট্য। অপরাধীদের সাজা হোক, তারা শাস্তি পাক। কাউকে রেয়াত নয়। কিন্তু তা হোক বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে! কিন্তু রাজ্যে এ কোন উদাহরণ তৈরি করছে প্রশাসন, সরকার? শুধু তো তাই নয়। দলের তোলাবাজি, হুমকির রাজনীতির প্রতিবাদ করে দলের লোকের হাতেই মৃত্যু হচ্ছে কর্মীর। খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিজেপি বিধায়ককে তোলাবাজ বলছে, গালিগালাজ করছে। রাজ্যের মন্ত্রী সতীর্থদের কাজে বিরক্ত হয়ে লিখছেন, মন্ত্রী হলেই তিনি সবকিছু জেনে যাবেন এমন কোনও অর্থ নেই। কাকে বলছেন, কেন বলছেন, সবটা স্পষ্ট। অন্যদিকে বিবেকের ভূমিকায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি। রোজ বলছেন এসব চলবে না, করতে দেব না। কিন্তু যা বলছেন, পরের দিন সেটাই ঘটছে। কে কার কথা শোনে! এক অরাজক পরিস্থিতি। আইনের শাসন হারিয়ে গিয়েছে। পুলিশ ব্যস্ত বিরোধীদের কেস দিতে। তাদের উত্ত্যক্ত করতে। চুলোয় যাক রাজ্য আর রাজ্যবাসী। প্রভুরা খুশি থাকলেই হল। পুলিশকে গুলি করলে চরম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আর বিজেপি কর্মী পুলিশকে চড় মারার পরেও প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজ্যে এখন বিজেপির জন্য আলাদা নিয়ম, বিরোধীদের জন্য আলাদা। ক্ষমতায় আসার সময় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। দুর্ভাগ্যক্রমে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি। একেবারে ইংরেজদের অনুকরণ। বাংলার মানুষ বুঝতে পারছেন এ সরকার মানুষের সরকার নয়। এটাই আসলে জঙ্গল রাজত্ব। যে জঙ্গলের রাজত্ব দেখেছিল বাংলা সাতের দশকে। অন্ধকারের সময়। নবারুণ ভট্টাচার্যর কবিতাটা আজ বড্ড প্রাসঙ্গিক। এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না/ এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ আমার দেশ না...

e-mail থেকে চিঠি

পদ্মলীলা বুঝি একেই বলে!

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার আগে ড্রাইভিং লাইসেন্স ২৫০ টাকায় তৈরি হত, আর এখন ৫৫০০ টাকায় তৈরি হয়!

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই স্টিলের দাম ৩৬০০ টাকা থেকে বেড়ে ৬৫০০ টাকা হয়ে গেছে!

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই গ্যাস সিলিন্ডার ৪৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা হয়ে গেছে!

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সময় দেশের ওপর ৫৫ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ ছিল, যা এখন ২১৫ লক্ষ কোটি টাকা হয়ে গেছে।

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই বেকারত্ব ২০% থেকে বেড়ে ৬৫% হয়ে গেছে!

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৪০ কোটি থেকে ৮০ কোটি হয়ে গেছে!

■ এটি সেই পদ্মফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ষের তেল ৭০ টাকা থেকে ২০০ টাকা হয়ে গেছে।

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই ২০টিরও বেশি চিনিকল বন্ধ হয়ে গেছে।

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই পেট্রোল ৭০ টাকা থেকে ১১৩ টাকা হয়ে গেছে!

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষা কেড়ে নেওয়া হয়েছে!

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই গরীবদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে!

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই ৪.৫ লক্ষ যুবকের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে! সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, রেলে লক্ষ লক্ষ পদ শূন্য রাখা হয়েছে।

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ষকদের সাহস বেড়ে গেছে!

■ এটি সেই পদ্ম ফুল, যার বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই গুণ্ডাদের রাজত্ব চলতে শুরু করেছে! পুলিশকেও সাম্প্রদায়িক বিষে আচ্ছন্ন করা হয়েছে।

— অনির্বাণ ধর
বেলঘরিয়া, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ওয়েলকাম টু ইউপি, ভাইয়া!

মানুষের জীবন-জীবিকার নানা সঙ্কটে জর্জরিত এক রাজ্যের নাম এখন পশ্চিমবঙ্গ। আক্রমণের তালিকায় জীবন-জীবিকা শুধু নয়, উগ্র বিজেপি হুঙ্কার বদলে দিতে চাইছে বাঙালির নিজস্ব পরিসর। বদলে দিতে চাইছে বাঙালিয়ানা। প্রতিরোধ করা ছাড়া কোনও উপায় নেইকো আর। লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

রাজ্যে বিজেপি সরকারের ছ'মাস। ক্ষমতা-দাপট-হুমকির দাপাদাপি। ভয় পেয়ে গেলে যেমন হয়— ভয় দেখানোর জন্য সেকারণেই হুঙ্কার। 'ভয় আউট' কোথায়? বরং সবাই যেন ভয়ে জড়সড়। মোদি-শা'-তে অনুপ্রাণিত শুভেন্দু অধিকারী বলছেন— 'তিন পুরুষকে বুঝিয়ে দেবেন।' স্বৈরাচারী হাবভাব। সমাজ-সভ্যতা আর শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে যেন।

চুরি-দুর্নীতি-তোলাবাজির দুর্গন্ধ গায়ে মেখেই রাজ্যে ছয়মাসের বিজেপি'র সরকার। অগণতন্ত্র, মিথ্যা, প্রতারণা আর স্বেচ্ছাচারের নামান্তর। সম্যক বুঝতে পারছেন মানুষ। ক্রমশই সতর্ক এবং সরব হচ্ছেন। ছ'মাসেই বিজেপি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের শক্তি সক্রিয় হচ্ছে রাজ্যজুড়ে।

২০৭ আসনে জয়ী হওয়া অথবা জয় পাওয়া বিজেপি, এ নির্বাচনে বিচারাধীন হয়ে থাকা ভোটাধিকার পেলেন না under adjudication তাদের চাইতে জয়-পরাজয়ের মার্জিন কম অন্তত ৫০ টি বিধানসভা ক্ষেত্রে যথাযথ ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তো থাকবেই। তার উপর আবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাতেই দাবি করে বসলেন—ফ্লোর টেস্ট হোক। বিজেপি নাকি ২৯৪-তে ২৭৫টা ভোট পাবে। বিরোধী শূন্য রাজনীতির প্রবল প্রচেষ্টা। ছ'মাসের মধ্যেই নির্বাচনী ফলাফলের মান্যতা নিয়ে শাসকের এত ধন্দ এবং ডিগবাজি! সংসদীয় গণতন্ত্র কিংবা সংবিধান সম্মত মনোভাব থেকে এতটা দূরে সরে যাওয়া!

এই ইউপি ইউপি ভাইবস জোরদার হচ্ছে যখন জানছি, ছটপুজোর ঘাটে চাঁদা সংগ্রহকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দুর্গাপুরের লিঙ্ক পার্ক এলাকায়। পাঁচশো টাকা চাঁদা দাবি করা হলেও এক ব্যক্তি কেবল তিনশো টাকা দিতে রাজি হওয়ায় শুরু হয় বচসা। অভিযোগ, সেই বচসা তীব্র আকার ধারণ করে। তারপরই তাঁদের উপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে। পরে একটি দোকানে ঢুকে ভাঙচুর চালায় ক্ষুব্ধ জনতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

ছটপুজো ঘাটে কুপন বিলি করে চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন কমিটির সদস্য দীনেশ বারনওয়াল, মুকেশ সিং, সুরজ বারনওয়াল সহ অন্যরা। অভিযোগ, প্রতিটি ডালার জন্য ৫০০ টাকা করে দাবি করা হচ্ছিল। সেই সময় মণীশ মোদি নামে এক ব্যক্তি ৫০০ টাকা না দিয়ে ৩০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এই নিয়েই কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়। ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ উঠেছে, কমিটির সদস্যরা মণীশ মোদি ও তাঁর তিন ভাইকে মারধর করেন। এমনকী পরিবারের মহিলারাও এই ঘটনায় শামিল হয় বলে অভিযোগ। পাল্টা ক্ষুব্ধ জনতা একটি দোকানে ঢুকে ভাঙচুর চালায়।

এবং একটা হাড় হিম করা ঘটনা। পানিহাটিতে ফের অশান্তি। বাজারের ঝামেলা থামাতে গিয়ে গুরুতর আক্রান্ত হন অরূপ সাহা নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগ, তাঁকে বুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়। এরপরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় রাজদীপ-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম সামনে এনেছেন বিধায়িকা রত্না



দেবনাথ। বিজেপির যুব সভাপতি রাজদীপের পাশাপাশি ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ননী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। বিধায়িকা রত্না দেবনাথ সরাসরি জেলা সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভিযোগ করেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে কনভেনর নিয়োগ করে দলীয় সমন্বয় নষ্ট করা হচ্ছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন এলাকার বিধায়ক রত্না দেবনাথ। মৃতের সন্তানদের তাকিয়ে আক্ষেপের সুরে জানালেন, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় না এলেই ভাল হত!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে যাঁর মৃত্যু হয়েছে তিনি বিজেপি নেত্রীর স্বামী। তিনি নিজেও সক্রিয় বিজেপি কর্মী ছিলেন।

এত ব্যর্থতা, এত অপদার্থতার মধ্যেও যোগী মডেলের এনকাউন্টার কালচার অব্যাহত। বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানার লাইকবাজারে পুলিশকে গুলি করায় অভিযুক্ত রতন শেখ 'এনকাউন্টারে' হত।

ছ'মাসের বিজেপি সরকারের আমলে এটি পঞ্চম 'এনকাউন্টারের' ঘটনা। এর আগে বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জ, রায়গঞ্জে 'এনকাউন্টারে' নিহত হয়েছিলেন অভিযুক্তেরা।

এই ইউপি ইউপি ফিলিংস নিয়ে মোটেই খুশি নন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব, সে খবরও কানে আসছে। শোনা যাচ্ছে, 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকের প্রেক্ষিতে এবার বাংলায় দলীয় কৌশল পালটাচ্ছে বিজেপি। রাজ্যে যদি সব বিরোধী দল এককাট্টা হয়ে যায়, তাহলে বিজেপির সাংগঠনিক পরিস্থিতি কী হবে? দলের রাজ্য নেতাদের কাছে এমনই জানতে চেয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

বিজেপি সরকারে এসে বাংলার সর্বনাশকে তীব্রতর করে বাংলাকে ধ্বংস করার পথে চলেছে। এই সর্বনাশকে রুখে দেওয়াই বাংলার মানুষের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জের মধ্যে যেমন রয়েছে সবার ভোটাধিকার ফেরানোর সংগ্রাম, স্কুলশিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষায় বিজেপি'র নির্লজ্জ আক্রমণ, রয়েছে ভয়াবহ বেকারি, গ্রামে হাহাকার—কাজ না পাওয়ার যন্ত্রণা, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, সেই সঙ্গে রয়েছে পুলিশ পরিবেষ্টিত শাসক দলের দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি। শিক্ষক পদ থেকে পুলিশের শূন্যপদে নিয়োগ, শিল্পায়ন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কোনওক্ষেত্রেই বিজেপি সরকারে এসে প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে হাঁটেনি। শুধু তাই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের বদলে অপবিজ্ঞান প্রচার করছে। বিজেপি'র নেতামন্ত্রী থেকে শুরু করে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত পর্যন্ত প্রচার করছেন যে বাজি পোড়ালে পরিবেশ শুদ্ধ হয়। শুধু অপবিজ্ঞান নয়, ঘৃণা বিদ্বেষ প্রচারের জন্যও আরএসএস-বিজেপি'র লাগাতার প্রচেষ্টা। সব মিলিয়ে অবস্থা এমনই যে, মানুষের জীবন-জীবিকার নানা সঙ্কটে জর্জরিত এক রাজ্যের নাম এখন পশ্চিমবঙ্গ। আক্রমণের তালিকায় জীবন-জীবিকা শুধু নয়, উগ্র বিজেপি হুঙ্কার বদলে দিতে চাইছে বাঙালির নিজস্ব পরিসর। বদলে দিতে চাইছে বাঙালিয়ানা। রাতারাতি বাংলায় যেন উত্তরপ্রদেশ-গুজরাত-হরিয়ানার প্রতিচ্ছবি। ধমকে-চমকে গুন্ডামিতে বাংলায় এখন ভিন রাজ্যের ঢং।

সুতরাং দাঁতে দাঁত চেপে, হাতে হাত ধরে, শিরদাঁড়া সোজা রেখে বাংলাকে ইউপি হওয়ার পরিণতি থেকে বাঁচাতে হবে।

জাগোবাংলা
রাজ্য
16 November, 2026 • Monday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in
৫
১৬ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার



কুয়াশাবৃত সূর্যোদয়

প্রথমে পুলিশ দিয়ে মিথ্যা মামলায় ডাকা হচ্ছে, পরে বিজেপি'র হেনস্থা

বিপজ্জনক প্রবণতা রাজ্যে

প্রতিবেদন : একটি বিপজ্জনক প্রবণতা শুরু হয়েছে। মূলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সাজানো, ভুয়ো মামলায় নোটিশ পাঠিয়ে থানায় ডাকা হচ্ছে। তারপর থানার বাইরে বিজেপি দলবল নিয়ে অকথ্যভাষায় গালিগালাজ করছে, কুৎসিত ভাষায় স্লোগান দিচ্ছে, ডিম ছুঁড়ছে, একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে তৃণমূলের সৈনিকদের হেনস্থার চেষ্টা করছে। শনিবারও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এরকমটা ঘটেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে একটা নোটিশ দেওয়া হল। তিনি আইনকে সম্মান জানিয়ে থানায় গেছেন। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদে সহযোগিতা করছেন। জিজ্ঞাসাবাদে সময় লাগছে। সামনে বিজেপির কয়েকজন জড়ো হয়ে কুৎসিত ভাষায় স্লোগান দিচ্ছে। এটা কী করে হতে পারে? পুলিশকে দিয়ে আগে ডেকে পাঠানো হচ্ছে, যেসব মামলায় ডেকে পাঠানো হচ্ছে সেগুলোর কোনও ভিত্তি



নেই, এফআইআরও হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সেই সব মামলা করে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। সেখানে লিখে দেওয়া হচ্ছে নোটিশ না মানলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবার আইনকে সম্মান জানিয়ে সেখানে যাওয়ার পর বাইরে বিজেপির লোকেরা জড়ো হয়ে কুৎসিত ভাষায় স্লোগান দিচ্ছে। আপত্তিকর কথা বলছে। অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা চক্রান্ত। যা পুলিশ এবং বিজেপি যৌথভাবে করছে। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক, মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, প্রথমে পুলিশকে দিয়ে থানায় আসতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদের নামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখো এবং সেই সময় অপদস্থ করার জন্য বিজেপি বাইরে লোক নিয়ে এসে স্লোগান দেবে, আপত্তিকর কথা বলবে। তারপর ভিডিও করে সমাজমাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কুণালের প্রশ্ন, এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটবে? অভিষেক আইনকে সম্মান জানিয়ে ভবানীপুর থানায় গেছেন, তখন বাইরে কেন জমায়েত করে সিনক্রিয়েট করা হচ্ছে, এগুলো সামলানোর দায়িত্ব কার? পুলিশ কেন বিষয়টা সামলাচ্ছে না? এই একই ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় ঘটছে।

নিম্নচাপ সাগরে, বুধবার থেকে বদল আবহাওয়ার

প্রতিবেদন : শীতের মুখে ফের দুর্যোগের ভ্রুকুটি বঙ্গোপসাগরে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া সুস্পষ্ট নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পথে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবারই ওই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আজই সন্ধ্যার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে।

ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার পর তার নাম হবে 'আকভান'। নামটি দিয়েছে ইরান, যার অর্থ 'দৈত্য' বা 'দুষ্ট আত্মা'। বুধবার ভোরের দিকে সেটি আরও শক্তি বাড়িয়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস।



নিম্নচাপ থাকাকালীন সমুদ্রের উপর হাওয়ার বেগ থাকবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫৫ কিলোমিটার। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে তা বেড়ে হবে ৬০ থেকে ৮৫ কিলোমিটার। আর তীব্র ঘূর্ণিঝড় হলে সমুদ্রের উপর ৮৫ থেকে ৯৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছে যেতে পারে ১০৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। তবে এখনও পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত গতিপথ বা কোথায় আছড়ে পড়বে, তা নিশ্চিত করে জানায়নি আবহাওয়া দফতর। বিভিন্ন মডেলের পূর্বাভাস অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে যেতে পারে এই ঘূর্ণিঝড়।

আজ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কোথাও কোথাও তা ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটারও হতে পারে।তবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে উপকূলের জেলাগুলিতে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। শুক্র ও শনিবার হাওড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এই নিম্নচাপের কোনও প্রভাব উত্তরবঙ্গে পড়ছে না। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে আবহাওয়া মূলত শুকনো থাকবে।

১৩ দিন পর বাড়ি ফিরল আরাফাত

সংবাদদাতা, বসিরহাট: চুম্বক দিয়ে চুম্বক বের করে শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এবার সেই ছোট্ট আরাফাতই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল। স্বস্তিতে পরিবার। খেলতে খেলতে চুম্বক গিলে ফেলার পর শ্বাসনালিতে আটকে গিয়েছিল সেটি। শুরু হয় তীব্র শ্বাসকষ্ট। জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে টানা ১৩ দিন হাসপাতালে কাটিয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরল ছ'বছরের আরাফাত আলি। বাদুড়িয়ার মহেশপুর গ্রামের বাড়িতে খেলার সময় অসাবধানতাবশত খাবারের সঙ্গে একটি ছোট চুম্বক গিলে ফেলে আরাফাত।



ছটপুজোয় ব্রতী মহিলারা। রবিবার বাবুঘাটে তোলা ছবি।

সোনা গায়েব সাসপেন্ড ওসি

প্রতিবেদন : মগরা থানার মালখানায় থাকা পুরনো সামগ্রীর নিলাম হওয়ার সময়ে নয়ের দশকের পুরনো সোনার বাট উধাও হয়ে যায়। তার বদলে মালখানায় নকল অলঙ্কার রাখা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে। দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন মগরা থানার ওসিকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। এবার বরখাস্ত করা হল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ জেলার মগরা থানার ওসি সুমন বগিকে। তাঁকে বাঁশবেড়িয়া মিল ফাঁড়িতে ক্লোজ করা হয়।

বাগনানের মৎস্যশিকারির ছিপে ১৬ কেজির বোয়াল

সংবাদদাতা, হাওড়া : রূপনারায়ণ নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ছিপে উঠল বিশালাকৃতির বোয়াল মাছ। প্রায় ১৬ কেজি ওজনের এই মাছ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় হাওড়ার বাগনানের বাকসি এলাকায়। জানা গিয়েছে, রবিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ বাকসির বাসিন্দা মদন প্রামাণিক রূপনারায়ণ নদীতে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিলেন। সেই সময় তাঁর ছিপে ধরা পড়ে বিশালাকৃতির বোয়াল মাছটি। পরে মাছটির ওজন করে দেখা যায়, সেটির ওজন প্রায় ১৬ কেজি। এত বড় বোয়াল মাছ ছিপে ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি মৎস্যশিকারি মদন প্রামাণিক। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মাছটি দেখতে উৎসুক মানুষের ভিড় জমে যায়।

পাঁচ নাবালিকা একসঙ্গে উধাও! প্রশ্নে রাজ্য প্রশাসন

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি: একসঙ্গে নিখোঁজ পাঁচ নাবালিকা। পরবর্তীতে সুন্দরবন এলাকা থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সন্দেশখালি এলাকা থেকে এই পাঁচ নাবালিকা একসঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় নাবালিকাদের নিরাপত্তা এবং পুলিশ প্রশাসনের নজরদারির ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বাড়ি থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে আচমকাই উধাও পাঁচ কিশোরী। কোথায় গেল তারা, কীভাবে গেল, কোনও বিপদের মুখে পড়ল কি না—এই আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়েছিল পরিবারের সদস্যদের। শেষ পর্যন্ত নিখোঁজের অভিযোগ পেয়ে তল্লাশিতে নেমে সুন্দরবন এলাকা থেকে পাঁচজনকেই উদ্ধার করে সন্দেশখালি থানার পুলিশ।

চলতি মাসের ৯ তারিখ সন্দেশখালি থানার দুর্গামণ্ডপ এলাকা থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই পাঁচ নাবালিকা। তারপর থেকে তাদের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল



না। পরিবারের লোকজন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি-সহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও হদিশ পাননি। শেষ পর্যন্ত থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর সুন্দরবন এলাকার একটি স্থান থেকে পাঁচ নাবালিকার সন্ধান মেলে। দ্রুত তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাদের। এই ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। শুধু নিখোঁজের পর উদ্ধার করাই কি প্রশাসনের দায়িত্ব, নাকি এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য আগাম নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা জরুরি? রাজ্যে নারী ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে নানা দাবি ও প্রচারের মধ্যেই সন্দেশখালির এই ঘটনা প্রশাসনের কাছে অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে দিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক গাফিলতি ও রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও সাধারণ মানুষ। কীভাবে একসঙ্গে পাঁচজন নাবালিকা সকলের নজর এড়িয়ে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে সুন্দরবনে পৌঁছে গেল, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। এই ঘটনার নেপথ্যেও কোনও বড় পাচার চক্রের হাত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিখোঁজ হওয়ার পর উদ্ধার সম্ভব হলেও, সীমান্তবর্তী ও নদীমাতৃক এলাকায় নাবালিকাদের সুরক্ষায় প্রশাসনের আগাম সতর্কতার অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাজ্য
16 November, 2026 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



গুরু নানকের জন্মদিবসে শহরে শিখ সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা

ক্ষমতার ছয় মাসেই কাটমানির দাবি, মণ্ডল সভাপতির তুঘলকিপনা

সংবাদদাতা, দেগঙ্গা: রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু মসনদে বসার কয়েক মাসের মধ্যেই দলের নিচুতলার নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে ওঠা তোলাবাজি ও কাটমানির অভিযোগে তীব্র অস্বস্তিতে পদ্ম শিবির। খোদ বিজেপির এক মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে উন্নয়নমূলক কাজের ঠিকাদারের কাছ থেকে ৮ শতাংশ কাটমানি চাওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, দাবিমতো টাকা না দিলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ সামনে এসেছে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সাধন মণ্ডল ও তার দলবল দেগঙ্গার পীরগাছা এলাকায় নিজেদের দৌরাত্ম্য দেখাতে শুরু করেছে।



উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা বিধানসভার পীরগাছা এলাকায় ড্রেন নির্মাণের কাজকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। এলাকার বিজেপি মণ্ডল সভাপতি সাধন মণ্ডল কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারের কাছে ৮ শতাংশ কাটমানি দাবি করেছে। পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে মাল-পত্র নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন কন্ট্রাক্টর আব্বাস উদ্দিন। শুধু তাই নয়, গত কয়েকদিন ধরে ড্রেন নির্মাণের কাজে বাধা দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ঠিকাদারের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে ফের ঘটনাস্থলে এসে কাজ বন্ধ করে দেয় ওই মণ্ডল সভাপতি সাধন মণ্ডল ও তার অনুগামীরা। এরপর তাঁকে এবং নির্মাণকর্মীদের অন্যত্র নিয়ে গিয়ে কাজের বরাতের বিনিময়ে ৮ শতাংশ টাকা দাবি করা হয়।

এদিকে, দীর্ঘদিনের নিকাশি সমস্যার সমাধানে ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু বারবার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। উত্তেজিত বাসিন্দারা অভিযুক্ত মণ্ডল সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এক পর্যায়ে তাঁকে মারধরের অভিযোগও ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সরকার গঠনের মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই বিজেপির নেতার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উঠতে শুরু করলে সাধারণ মানুষ কাকে বিশ্বাস করবেন? দলের রাজ্য সভাপতিও যখন দলের অভ্যন্তরের একাংশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তখন দেগঙ্গার এই ঘটনা নতুন করে অস্বস্তি বাড়াল।

সরকারের সামনে এখনও সাড়ে চার বছরেরও বেশি সময়। শুরুতেই যদি উন্নয়নমূলক কাজের বরাত ঘিরে ৮ শতাংশ কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ ওঠে, তাহলে আগামী দিনে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে 'তুঘলকি' কায়দায় ছড়ি ঘোরানো এবং তোলাবাজির অভিযোগ উঠছে। ক্ষমতায় আসতেই তাদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। ৬ মাসে তোলাবাজির সিন্ডিকেটকে আরও শক্তিশালী করেছে বিজেপি।

পুকুরে ভাসছে দেহ চাঞ্চল্য নৈহাটিতে

প্রতিবেদন : সাতসকালে পুকুরের জলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে। ঘটনাটি ঘটেছে নৈহাটির বিজয়নগর এলাকার বড়পুকুরে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম বাপি দত্ত (৫৮)। তিনি নৈহাটির জোড়া কলতলা বিজয়নগর এলাকার বাসিন্দা। পেশায় অটোচালক। রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা বড়পুকুরের জলে একটি দেহ ভাসতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে নৈহাটি থানায় খবর দেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, কালীপুজোর প্রতিমা বিসর্জনের দিন শেষবার তাঁকে ওই পুকুর চত্বরে দেখা গিয়েছিল। সেই সময় কোনওভাবে পা পিছলে বা অসাবধানতাবশত জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে এটি নিছকই দুর্ঘটনা, নাকি এই মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বউদি-ভাবী নোংরা-অশ্লীল ডাক!

বিজেপি নেতার মধ্যযুগীয় ফরমানে বিস্মিত নাগরিকরা



হরিহরপাড়া: বউদি বা ভাবী বলে ডাকা যাবে না, করা হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার! হরিহরপাড়া ভবানীপুর এলাকায় এক অনুষ্ঠান মঞ্চে মুর্শিদাবাদ জেলা বিজেপি সাংগঠনিক সম্পাদক বিষ্ণুচরণ শিকদারের ওই বক্তব্যে তুমুল ঝড় উঠেছে। কীভাবে একজন বিজেপি নেতা মানুষকে বউদি বা ভাবী বলে ডাকার বিষয়ে নিদান দিতে পারেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। ওই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা বিজেপি।



কীর্তিমান বিজেপি নেতা বিষ্ণুচরণ সিকদার

ভবানীপুরে বক্তব্য রাখার সময় অনুষ্ঠান মঞ্চে বিজেপি নেতা বিষ্ণুচরণ শিকদার বলেন, বউদি এবং ভাবী কালচার খতম করতে হবে। বউদি এবং ভাবী কালচার থেকে সমাজে অনেক নোংরা ঢুকে যায়। নিজের মামাতো দেওর বা পিসতুতো দেওর ছাড়া কাউকে বউদি বলবেন না। নিজের থেকে বড় হলে অন্যদের দিদি বলে ডাকবেন, ছোট হলে বোন বলে ডাকবেন। মেয়েরাই সেটা বলবে, যে তাদের বউদি যেন কেউ না বলে। এই কালচার খতম করতে হবে। পুরুষ মানুষদেরকে বলি বিশেষ করে যুব সমাজকে বলি, কোনও বন্ধুকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন না। কেউ ফোন করে জানতে চাইলেও বাড়িতে ডাকবেন না, প্রয়োজনে তার সঙ্গে গিয়ে বাইরে দেখা করবেন। এই অভ্যাস চলতে থাকলে সামাজিক অবক্ষয় বন্ধ হবে। মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখুন, বাল্যবিবাহ দেবেন না। বাবা-মাকে খেতে না দিলে তাদের নাম দিয়ে পাঠান, বিজেপি সেই মা-বাবার খাবারের ব্যবস্থা করবে। কোনও ছেলে বা মেয়ে বাবা-মায়ের প্রতি অবিচার করলেও জানাবেন। সমাজকে সুস্থ রাখতে চাইলে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এদিকে বিজেপি নেতার ওই বক্তব্য 'ব্যক্তিগত' বলে দাবি করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, এগুলো সব হিন্দু-মুসলমানের গল্প। হিন্দুরা বউদি বলেন, মুসলমানেরা ভাবী বলেন। এগুলো সংকীর্ণতা ছাড়া কিছু নয়। এরা কী বলছে না-বলছে, তাতে আমাদের সমাজ বদলে যাবে না। আমাদের সমাজে আমরা ভাবী-বউদি, সবই বলি।

প্রৌঢ়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার

গোবরডাঙায় গ্রেফতার দম্পতি

সংবাদদাতা, বনগাঁ : ছয়দিন পর নিখোঁজ প্রৌঢ়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার। উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা থানার মছলন্দপুর উত্তর বেতপুল এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য। মৃতের নাম মানিক দে (৫০)। ঘটনায় খুনের অভিযোগে এক দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত মঙ্গলবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন মানিকবাবু। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান পাননি। ছ'দিন পর স্থানীয় আর এক বাসিন্দা শুভঙ্কর দাসের বাড়ির পাশের একটি পুকুরে তাঁর পচাগলা দেহ ভাসতে দেখা যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মছলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্র ও গোবরডাঙা থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত জেলা হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনায় শুভঙ্কর দাস ও তাঁর স্ত্রী মালা দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হয়েছে। কী কারণে এই খুনের ঘটনা, তা জানতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব, জন্ডিসের প্রকোপ

সংবাদদাতা, বসিরহাট: পরিস্রুত পানীয় জলের তীব্র অভাব এবং দূষিত জল সরবরাহের জেরে জন্ডিসের প্রকোপ দেখা দিল বসিরহাট পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে। ইতিমধ্যেই ওই ওয়ার্ডের অন্তত ১৭ জন বাসিন্দা জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছেন। আরও ১১ জন সন্দেহের তালিকায়। আক্রান্তদের অধিকাংশই শিশু। এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যার কথা জানানো হলেও পুরসভা ও প্রশাসনের উদাসীনতায় আজ এই ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

অবস্থা বেগতিক বুঝে পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক পানীয় জলের কল বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর ও পুরসভা। বিকল্প হিসেবে প্রতিদিন জলের ট্যাঙ্ক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। ফলে পুরবাসী বাধ্য হচ্ছে খারাপ জল ব্যবহার করতে। স্বাস্থ্য দফতরের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে, এলাকার পানীয় জলের দূষণ থেকেই সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা করা হচ্ছে। সন্দেহভাজন ১১ জনের রিপোর্ট আজ আসার কথা। প্রশ্ন উঠছে, পুরসভার সরবরাহ করা পানীয় জল নিয়ে যদি সংক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হয়, তাহলে এতদিন নাগরিকদের জন্য নিরাপদ জলের ব্যবস্থা কোথায় ছিল? পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের নিশ্চয়তা না থাকলে সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায়? শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার পরেই কেন নড়েচড়ে বসতে হল প্রশাসনকে? আপাতত বন্ধ কলের বিকল্প হিসেবে ট্যাঙ্কের জলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। প্রশাসনের এই চরম গাফিলতির জেরেই সাধারণ মানুষকে আজ রোগের শিকার হতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। পুরসভার পরিকাঠামো ও পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নেই নজরদারি, পরপর চুরিতে আতঙ্কিত বাসিন্দারা

হাড়োয়া

সংবাদদাতা, হাড়োয়া : এলাকায় নজরদারির অভাব। পুলিশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন, রাতের অন্ধকারে গোটা পরিবারকে অচেতন করে সোনা-রুপো ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীদের। দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য বসিরহাটের হাড়োয়া থানার গোপালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাসপাড়ায়। প্রশাসনের নজরদারির গাফিলতি নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। রাতের অন্ধকারে বাড়ির চার সদস্যকে ক্লোরোফর্ম জাতীয় রাসায়নিক দিয়ে অচেতন করে লক্ষাধিক টাকার সোনা-রুপোর গয়না, নগদ টাকা-সহ বাড়ির জিনিসপত্র লুটের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পরপর চুরির ঘটনায় পুলিশের নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, পেশায় কাঠমিস্ত্রি মাধব শিকদার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই সুযোগে গভীর রাতে বাড়িতে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। ক্লোরোফর্ম জাতীয় কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করে চার সদস্যকে অচেতন করার পর আলমারি ভেঙে অবাধে লুটপাট চালায় তারা। প্রায় ৬ ভরি সোনা, ১৫ ভরি রুপোর গয়না, মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো ৩৩ হাজার টাকা-সহ বাড়ির বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো অর্থ হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাড়োয়া থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে প্রশ্ন উঠছে, রাতের পর রাত দুষ্কৃতীদের এমন দৌরাত্ম্য চললেও পুলিশের নজরদারি কোথায়? রাজ্যে বিজেপি সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের দক্ষতা নিয়ে যতই প্রশংসা শোনা যাক, সাধারণ মানুষের বাড়িঘর ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে সেই সাফল্যের দাবি কতটা অর্থবহ, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসীর দাবি, শুধু তদন্তের আশ্বাস নয়, দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার এবং লুট-হওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক পুলিশ।

উদ্ধার অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি: বিজেপির বাংলায় সযত্নে লালিত হচ্ছে অস্ত্রভাণ্ডার। প্রশাসনের নাকের ডগাতেই চলছে এই কুকর্ম। অথচ দেখেও দেখছে না পুলিশ। সন্দেশখালির খালে মাছ ধরতে গিয়ে উদ্ধার হল অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। পায়ে জড়িয়ে যাওয়া দড়ি ধরে টান দিতেই জল থেকে উঠে এল প্যাকেটবন্দি বন্দুক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সন্দেশখালির শিতুলিয়া খালে মাছ ধরছিলেন মনি মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। সেই সময় আচমকাই তাঁর পায়ে একটি দড়ি জড়িয়ে যায়। দড়িটি ধরে টান দিতেই জলের নীচ থেকে উঠে আসে একটি প্যাকেট।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
16 November, 2026 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in
৭
১৬ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

রাতের অন্ধকারে জমিতে তাণ্ডব! ধূপগুড়িতে নষ্ট হল শত শত ফসলের গাছ, মাথায় হাত কৃষকদের। গাছগুলোতে ফল ধরতে শুরু করেছিল। তখনই এই ধরনের কাজের জেরে পথে বসার উপক্রম হয়েছে তাঁদের

রোগীর শয্যার পাশে ঘুরছে ইঁদুর প্রশ্নের মুখে ইসলামপুর হাসপাতাল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বিজেপির রাজত্বে তলানিতে ঠেকেছে হাসপতালের রক্ষণেবেক্ষণ। সরকারি হাসপাতালের রোগীর শয্যার পাশে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ইঁদুর! এমনই অবস্থা উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর হাসপাতালের। হাসপাতালের সুপার নিসার হুসেনও ইঁদুর দৌরাত্ম্যের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। রোগীদের শয্যার আশপাশে তাদের এমন অবাধ বিচরণ দেখে প্রশ্ন উঠছে, ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল কি এখন ইঁদুরেরই নিরাপদ আস্তানা? শুধু রোগীর পরিজনরাই নন, হাসপাতালের চিকিৎসকরাও ইঁদুরের দাপটে উদ্বিগ্ন। ইসলামপুর ইউনিটের সম্পাদক তথা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সায়ন্তন কুণ্ডু রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। হাসপাতাল সুপার মহম্মদ নিসার হুসেন শাহও সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ, হাসপাতালের ভিতরে ইঁদুরের এমন দাপট কর্তৃপক্ষেরও অজানা নয়। তবু পরিস্থিতির বদল নেই। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, চত্বরের একাংশে



এভাবেই হাসপাতালে অবাধে ঘুরছে ইঁদুর।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর পরিত্যক্ত সামগ্রী জমিয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলি বিক্রির জন্য আগে টেন্ডার ডাকা হলেও তা বাতিল হয়ে যায়। সেই পরিত্যক্ত সামগ্রীর স্তূপই ইঁদুরের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। তার ওপর হাসপাতালের সাফাইয়ের হাল নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বর্জ্য যথাযথভাবে পরিষ্কার না হওয়ায় খাবারের সন্ধানে ইঁদুরের উৎপাত আরও বাড়ছে। ফলে সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ইঁদুরের কামড় কিংবা বর্জ্য থেকে রোগ ছড়ালে তার দায় কে নেবে, সেই প্রশ্নও তুলছেন রোগীর পরিজনরা। সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা দিলীপ ঘোষ। বেড না পেয়ে মেঝেতে ম্যাট্রেস পেতে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু রাতভর ইঁদুরের দাপট দেখে শেষপর্যন্ত হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি ফিরে যান তিনি। দিলীপের কথায়, হাসপাতালের এই অবস্থা কল্পনা করতে পারিনি। কার্যত ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। পরে বাইরে চেম্বারে চিকিৎসককে দেখিয়ে এখন অনেকটাই সুস্থ আছি। মেঝেতে শুয়ে থাকা বৃদ্ধা রোগীর মাথার পাশ দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করছে ধেড়ে ইঁদুর। রোগীদের বর্জ্য টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যও চোখে পড়েছে। সরকারি হাসপতালে এমন ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগীর পরিজনরাও।

রায়গঞ্জে প্রসবের পর মৃত্যু নাবালিকার

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বেটি বাঁচাওয়ের বুলি আওড়ানো সরকারের লোক দেখানো প্রচার। ফল বাল্যবিবাহ, প্রসব করতে গিয়ে একের পর এক নাবালিকার মৃত্যু। এবার ঘটনাস্থল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ।

বাল্যবিবাহের ভয়াবহ পরিণতির এমনই এক মর্মান্তিক সাক্ষী থাকল রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙাপুকুর গ্রাম। রাজ্য সরকারের নাবালিকা বিয়ে রুখতে প্রচার যে শুধুই খাতায় কলমে তার প্রমাণ পেলো রায়গঞ্জবাসী। ঘটনার সূত্রপাত মাস তিনেক আগে। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডির বাসিন্দা ওই নাবালিকার সঙ্গে রাঙাপুকুর গ্রামের এক যুবকের বিয়ে হয়। জানা গিয়েছে, বিয়ের আগেই ওই কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল।

পরিবার সূত্রের খবর, লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচতে এবং ছেলে-মেয়ের চাপে পড়ে নাবালিকার বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলেন পাত্রের বাবা, যিনি পেশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী। বিয়ের তিন মাস পর, গত বুধবার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে সন্তানের জন্ম দেয় ওই নাবালিকা। অভিযোগ, প্রসবের পর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে শ্বশুরবাড়িতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসার জেরে বেশ কিছুটা মূল্যবান সময় নষ্ট হয় বলে দাবি মৃতার মামার। অবস্থা হাতের বাইরে চলে গেলে শনিবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

এই ঘটনায় সামনে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। মৃতার মামার বিস্ফোরক অভিযোগ, বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ যে নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়েছিল, সেখানে জীবিত থাকা সত্ত্বেও পাত্রীর বাবা ও মাকে 'স্বর্গীয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ জেনেও এই বিয়েতে মত দেওয়ার জন্য এখন অনুশোচনায় ভুগছেন মৃতার শ্বশুর। বাল্যবিবাহ রুখতে প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও সচেতনতামূলক প্রচার সত্ত্বেও কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একটি অপরিণত বয়সের বিয়ে ও তার পরবর্তী অবহেলা কেড়ে নিল একটি তাজা প্রাণ। মাতৃহারা হল সদ্যোজাতও। রাঙাপুকুরের এই ঘটনা ফের একবার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল, শুধু আইন প্রণয়ন নয়, বাল্যবিবাহ ও কুসংস্কার রুখতে সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন কতটা জরুরি।



ছটপুজো পালিত হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটেও। রবিবার বিকেলে ছটপুজো উপলক্ষে বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীর সদরঘাট ও কংগ্রেস ঘাটে উপচে পড়ে ভক্তদের ভিড়। অনেক ছটব্রতীকে আবার মানত পূরণের উদ্দেশ্যে দণ্ডি কেটে নদীর ঘাটে পৌঁছতেও দেখা যায়।

আবর্জনার স্তূপে বারবার আগুন দূষণে জেরবার রায়গঞ্জের বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : সন্ধ্যা নামলেই আতঙ্ক বাড়ছে, আর গভীর রাতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করেও মিলছে না রেহাই। রায়গঞ্জ পুরসভার বন্দর শ্মশান সংলগ্ন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বারবার আগুন লাগার ঘটনায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন শহরের বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষ। আবর্জনার স্তূপ থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়ায় একদিকে যেমন দূষিত হচ্ছে শহরের বাতাস, তেমনই শ্বাসকষ্ট ও চোখ জ্বালার মতো শারীরিক সমস্যায় জেরবার হচ্ছেন আট থেকে আশি। কুলিক নদীর কাছে অবস্থিত এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে প্রতিদিন রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন প্রান্তের আবর্জনা ফেলা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কিছুদিন অন্তর অন্তর এই আবর্জনার স্তূপে আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে। আগুন লাগলেই সাদা ও বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে বন্দর, শ্যামাপল্লী, কলেজপাড়া, বীরনগর, দক্ষিণ বীরনগর, দেবীনগর এবং বিদ্রোহী মোড় সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার আকাশ। ধোঁয়ার তীব্র গন্ধ ও ঝাঁঝে এলাকার মানুষের স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ বীরনগরের বাসিন্দা বাবুয়া



মজুমদার ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, আবর্জনা পোড়ার বিষাক্ত ধোঁয়ায় এলাকার আকাশ ঢেকে যাওয়ায় মানুষ শ্বাসকষ্ট ও চোখ জ্বালায় ভুগছেন। ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচতে বাসিন্দারা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন, তবুও স্বস্তি মিলছে না। বারবার একই ঘটনা ঘটলেও পুরসভা কেন স্থায়ী সমাধান করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ভুক্তভোগীরা। স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা এই ধোঁয়া সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা মারাত্মক হতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। আবর্জনা পোড়া ধোঁয়ায় কার্বন মনোক্সাইড, ফিউরান, ডাইঅক্সিন এবং বিভিন্ন ধাতবকণার মতো অত্যন্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক থাকে। কোনো এলাকায় নিয়মিত এই ধোঁয়া ছড়াতে থাকলে বাসিন্দাদের তীব্র শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের জটিল রোগের পাশাপাশি চোখ ও গলায় সংক্রমণের প্রবল আশঙ্কা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জ্বলন্ত বিড়ি বা সিগারেটের আগুন থেকে, কিংবা আবর্জনার জমে থাকা গ্যাস থেকেও এই অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।

শ্রমিকদের বেতন বঞ্চনা পঞ্চায়েত ঘিরে বিক্ষোভ

প্রতিবেদন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ১ নম্বর হিলি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ১২৫ দিনের প্রকল্পে কাজের পারিশ্রমিক কম পাওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন উপভোক্তারা। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ককে ঘেরাও করে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। পরে এই বিক্ষোভের একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শ্রমিক নয়নী দাস অভিযোগ করেন, সঠিক নিয়ম মেনে কাজ করা সত্ত্বেও তাঁদের ৩০০ টাকার জায়গায় মাত্র ৫০ থেকে ১২০ টাকা মজুরি দেওয়া হয়েছে। কাজ মাপার ভিত্তিতে নয়, পূর্ণ দৈনিক মজুরি দিতে হবে। সোমবারের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে তাঁরা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

নজরদারির অভাব, ছটঘাটে দাপিয়ে বেড়াল দাঁতাল

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : উৎসবের দিনে বালায় নেই নিরাপত্তার! ছটপুজোয় বনাঞ্চল সংলগ্ন ঘাটগুলিতে বন দফতরের কোনও নিরাপত্তায় দেখা গেল না। যার সব থেকে বড় উদাহরণ আলিপুরদুয়ারের কালচিনি। পুজো চলাকালীনই ঢুকে পড়ল দাঁতাল। নদীর চারপাশে দাঁতালের দৌরাত্ম্যে রবিবার রীতিমত আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। ঠিক কী ঘটেছিল? এদিন সকালে যখন সবাই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, সেসময় তিনটি বুনো হাতি চলে আসে একবারে ঘাটে। যা নিয়ে রবিবার সাতসকালে আতঙ্ক ছড়ায়। সেই সময় আয়োজকরা ঘাট নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আচমকা চোখের সামনে মূর্তিমান হাতিগুলিকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। পড়িমড়ি করে দৌড়ে নদীর ঘাট ছেড়ে পালিয়ে যান তাঁরা। সেখান থেকেই বন দফতরে ফোনে জানানো হয় ঘটনার কথা। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের



দৌড়ে বেড়াচ্ছে দাঁতাল।

বনকর্মীরা। বনকর্মীরা পৌঁছে হাতিগুলিকে সেখান থেকে সরিয়ে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু পুণ্যার্থীদের আশঙ্কা, সন্ধ্যায় পুজোর সময় যদি হাতিগুলো ফের ঘাটে উপস্থিত হয় তাহলে সমস্যা তৈরি হবে। কারণ বিকেলের দিকে ফের খবর আসে যে ওই এলাকায় তিনটি বুনো হাতি ঘোরাঘুরি করছে। ছটপুজোর সময় ঘাটে বহু মানুষের সমাগম হয়, তাই ছটব্রতীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত আয়োজকরা।

আমার বাংলা
16 November, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



জঙ্গিপুর সেতু এখন সুইসাইড পয়েন্ট প্রশাসন হোর্ডিং লাগিয়ে দায় সারছে

২ বছরে ৫০ জনের আত্মহত্যার চেষ্টা



প্রতিবেদন : ভাগীরথীর দুই পাড়ের এই দুই শহর রঘুনাথগঞ্জ আর জঙ্গিপুরকে জুড়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন, চলে অসংখ্য গাড়ি। কিন্তু সেই ব্রিজ এখন অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। জঙ্গিপুর ব্রিজের আরেক নাম হয়ে উঠেছে 'সুইসাইড পয়েন্ট'। গত দুই বছরে এই ব্রিজ থেকে অন্তত ৫০ জন মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তাঁদের মধ্যে অনেককেই বাঁচানো যায়নি। কয়েকজনকে স্থানীয় যুবকেরা ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেছেন। এই ধারাবাহিক ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বারবার এই ব্রিজ থেকে আত্মহত্যার ঘটনায় এবার নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। তবে তা নেহাত দায়সারা। ব্রিজের ওপর কয়েক মিটার অন্তর ছোট ছোট হোর্ডিং লাগিয়েছে প্রশাসন। তাতে লেখা রয়েছে জীবনের মূল্য, পরিবারের গুরুত্ব এবং কঠিন সময়ে ভেঙে না পড়ার বার্তা। হতাশায় থাকা মানুষকে নতুন করে বাঁচার সাহস জোগানোই এই হোর্ডিংয়ের উদ্দেশ্য। স্থানীয়দের বক্তব্য, শুধু হোর্ডিং লাগালেই হবে না। ব্রিজে নিয়মিত নজরদারি, পুলিশি টহল এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি আরও জোরদার করতে হবে। তা না হলে শুধু হোর্ডিং লাগিয়ে সুফল মিলবে না। প্রয়োজনে রেলিংয়ের উপর উঁচু করে তারের জাল দেওয়া যেতে পারে।

প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটি ২০০১-এ চালু হয়। আগে নৌকাই ছিল পারাপারের উপায়। পরে সেতু তৈরি হলেও নৌকায় পারাপার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। রঘুনাথগঞ্জের গাড়িঘাট থেকে জঙ্গিপুর ফেরিঘাট এখনও বহু মানুষ নৌকায় যাতায়াত করেন। সেতু চালু হওয়ায় জঙ্গিপুর পুরসভার দুই প্রান্তের যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। কিন্তু গত দু-তিন বছরে এই ব্রিজ অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। স্থানীয় রাজা বসু বলেন, ঘাটের কাছে বসে থাকা যুবকরা কয়েকবার মানুষকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই শেষরক্ষা হয়নি। স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষদের পরে দেহ উদ্ধার করতে হয়েছে।

চেয়ারম্যান সন্তোষ চৌধুরি জানান, ব্রিজটি পূর্ত দফতরের অধীন। এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফে যৌথ পরিদর্শন করা হয়েছিল। পূর্ত দফতরের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, ব্রিজের রেলিংয়ের ওপর বেশ কয়েক মিটার উঁচু করে লোহার নেট লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। নেট বসালে ব্রিজের ভার বাড়বে, পূর্ত দফতর প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখছে। অনুমতি পেলেই লোহার নেট বসানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে।

৭২ বেনারসি, ২২ কেজি গয়নায় সাজবেন 'বুড়িমা'

কৃষ্ণনগর



প্রতিবেদন : কৃষ্ণনগরের বুড়িমার পুজোর নাকি সূচনা করেছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং। সেই পুজো এবছর ২৫৮তম বর্ষে। জগদ্ধাত্রীপুজোর জন্য শুধু হুগলির চন্দননগর নয়, নদিয়ার কৃষ্ণনগরও বিখ্যাত। এখানকার ঐতিহ্যবাহী পুজো চাষাপাড়া বারোয়ারির পুজো। ভক্তদের কাছে এই দেবী 'বুড়িমা' নামেই পরিচিত।

বিশাল প্রতিমা, সাবেকি সাজ এবং বিপুল অলঙ্কারের সম্ভারে প্রতি বছরই ভক্তদের নজর কাড়েন কৃষ্ণনগরের 'বুড়িমা'। এবার ভক্তদের দেওয়া ৭২টি বেনারসিতে সেজে উঠেছেন দেবী। এবারও প্রায় ২২ কেজি সোনা-রুপোর গয়নায় সাজবে প্রতিমা। বুড়িমার কপাল জুড়ে থাকা অসংখ্য সোনার টিপ বিশেষ নজর কাড়ে। কথিত আছে, মনস্কামনা পূরণ হলেই মায়ের পায়ে সোনার গয়না নিবেদন করেন ভক্তরা। বছরের পর বছর ভক্তদের গয়নায় সাজেন দেবী। বিভিন্ন আকারের সোনার টিপ, মুকুট, চিক, মালা, সীতাহার, বালা, মানতাশা, নূপুর এবং জড়োয়ার গয়নায় সাজেন বুড়িমা। দেবীর বাহন সিংহকেও সোনার মুকুট, গয়না পরানো হয়। ১৭ নভেম্বর অর্থাৎ অষ্টমীর দিন বেলা বারোটা থেকে মানতের দ্রব্য গ্রহণ করা শুরু হবে। ওই দিন সন্ধেয় বুড়িমাকে অলঙ্কারে সাজানো হবে। প্রথা মেনে শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে তিন তিথির পুজো হবে। ১৮ নভেম্বর, ভোর ৫টা ৫৮ মিনিটে পুজো শুরু হবে। প্রতিটি তিথির পুজো শেষে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া যাবে। দুপুর ৩টের সময় নবমীর বলিদান। সন্ধা ৬টায় বিশেষ আরতি দেখার সুযোগ পাবেন ভক্তরা। দশমীতে সকাল ৭টা ২২ মিনিটের বিসর্জনের পুজো শেষ হবে। বরণ শেষে বেলা আড়াইটের মধ্যে আসন থেকে নামানো হবে দেবীকে। পুরনো রীতি মেনেই ভক্তদের কাঁধে চেপে বিসর্জন হবে প্রতিমার। শোভাযাত্রা দেখতে পথের দু'ধারে ভিড় জমান হাজার হাজার ভক্ত। কৃষ্ণনগরের সব প্রতিমা বিসর্জনের পর, সব শেষে বুড়িমার বিসর্জন হয় জলঙ্গির ঘাটে।

নতুন সাজে 'ভালবাসি ঝাড়গ্রাম' সেলফি জোন



সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের জেলা ঝাড়গ্রাম। নানাভাবে এই জেলাকে সুন্দর করে তুলতে তিনি অনেক উন্নয়নের কাজ করেন। তার জেরে ঝাড়গ্রাম হয়ে ওঠে পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের জায়গা। এবার সেই ঝাড়গ্রামে নতুন আকর্ষণ। শীতের মরশুম শুরু হওয়ার আগেই নতুন রূপে সেজে উঠছে অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম। পাহাড়, ঝরনা আর সবুজ অরণ্যের টানে প্রতি বছরই দূরদূরান্ত থেকে ঝাড়গ্রামে ভিড় জমান পর্যটকেরা। এবার পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ঝাড়গ্রামে যুক্ত হল আরও এক নতুন ঠিকানা— 'ভালবাসি ঝাড়গ্রাম' সেলফি জোন। ঝাড়গ্রামে প্রবেশের মুখেই গড়ে তোলা হয়েছে এই নতুন সেলফি জোন। আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক। শীতের মরশুমে পর্যটকদের কাছে নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে 'ভালোবাসি ঝাড়গ্রাম' সেলফি জোন। এখন দেখার, নতুন এই ঠিকানা পর্যটকদের কতটা আকর্ষণ করতে পারে।

গণপ্রতিরোধে মাংসের দোকান বন্ধের ফতোয়া উঠে গেল



প্রতিবেদন : সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের মুখে পড়ে উঠে গেল মাংসের দোকান বন্ধের ফতোয়া। বিজেপি নেতাদের অদ্ভুত আবদার ছিল, ছটপুজো উপলক্ষে দু'দিন মাংসের দোকান বন্ধ রাখতে হবে। সেই মতো বীরভূমের রামপুরহাট শহরের জন্য নির্দেশই জারি করে দেয় পুরসভা। মাংসের দোকানদারদের দাবি, ছটপুজো আগেও হয়েছে। কখনও কোনও অশান্তি হয়নি। দোকান বন্ধের নির্দেশ এইবারই প্রথম এল। বিরোধীদের কটাক্ষ, পুরসভার চেয়ারম্যান বিজেপির চাপের কাছে নিজের নম্বর বাড়াতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সব মিলিয়ে তুঙ্গে ওঠে বিতর্ক।

সংশ্লিষ্ট নোটিস জারি হয়েছিল শুক্রবার। রামপুরহাট পুরসভার লেটারহেডে চেয়ারম্যানের সই, স্ট্যাম্প রয়েছে। তাতে লেখা, 'রামপুরহাট পুরসভার পক্ষ থেকে অবগত করা হচ্ছে যে আগামী রবিবার এবং সোমবার (১৫. ১১. ২০২৬ এবং ১৬. ১১. ২০২৬) দোকান বন্ধ রাখতে হবে ছটপুজো উপলক্ষে।' তা ছাড়াও বাকি দিনগুলোয় দোকান খুললে একটি নির্দেশ মাথায় রাখতে হবে দোকানদারদের। বলা হয়েছে, 'আপনার দোকানে বিক্রিত কাটা পশু (যেমন, ছাগল, খাসি, ভেড়া ইত্যাদি) লাল শালুতে ঢেকে রাখতে হবে।' দোকানদারেরা জানিয়েছেন, রবিবার ছুটির দিন। অন্য দিনের তুলনায় তাঁদের বিক্রিবাটা ওই দিন বেশি হয়। দোকান বন্ধ রাখলে বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন যখন নির্দেশ দিয়েছে, মানতে তো হবেই। এই পুর বিজ্ঞপ্তি জারির পরই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়। মানুষের খাদ্যরুচির উপর একে আঘাত বলে অভিহিত করা হয়। শেষমেশ প্রবল চাপের মুখে পড়েই পুরসভা বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করল। এটি বিজেপির নীতিপুলিশির উপর আঘাত বলে উল্লেখ করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁরা একে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের জয় বলেই মনে করছেন। তৃণমূলের কটাক্ষ, এমন নির্দেশের নেপথ্যে কেবল রাজনীতি রয়েছে।

দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে শিশুপাচারের অভিযোগ



প্রতিবেদন: হাসপাতালের বিরুদ্ধে এবার উঠল শিশুপাচার ও মিথ্যা, প্রতারণার অভিযোগ। সদ্যোজাত সন্তানকে মৃত ঘোষণা করে পরিবারের কাউকেই সেই দেহ না দেখানোর অভিযোগ উঠল হাসপাতালের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, প্রসবের পরে সন্তানের কান্নার আওয়াজ শুনেছিলেন মা। কিন্তু তাকে চোখে দেখেননি তিনি। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, সদ্যোজাতর নাকি মৃত্যু হয়েছে! মা ও পরিবারের কাউকে সেই মৃত সদ্যোজাতকে দেখানো হয়নি। পরিবারের সদস্যদের কথায়, ওই সন্তানকে পাচার করে হয়েছে অথবা অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সন্ধ্যায় উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ। জানা গেছে, পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ড গান্ধী কলোনির বাসিন্দা পুতুল দাস নামে ওই মহিলা গত রবিবার রাতে প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। সেই রাতেই একটি সন্তান প্রসব করেন তিনি। সিজারিয়ান অপারেশন হয় মহিলার। বুধবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়িতে ফিরে পুতুল জানান, তিনি সন্তানের কান্নার আওয়াজ পেয়েছিলেন, অথচ হাসপাতালের লোকেরা বলেছেন, সেই সন্তান মারা গিয়েছে। মৃত সন্তানকে দেখায়নি পর্যন্ত। এদিকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, প্রসূতি মানসিক ভারসাম্যহীন। অস্ত্রোপচার করে সন্তান প্রসব করা হয়। পরে সেই শিশুর মৃত্যু হয়। কেউ দেখতে আসেনি। দেহ হাসপাতালের মর্গে আছে। মা অথবা অথরাইজড কোনও পার্সন যদি সেই মৃত সন্তানকে দেখতে চান, তাহলে দেখানো হবে। পরিবারের সদস্যরা বাচ্চাকে সরিয়ে সরিয়ে নেওয়ার যে অভিযোগ করেছেন, তা একেবারেই ঠিক নয়।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পক্ষে সংবাদ

আমার বাংলা

16 November, 2026 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৬ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

গ্রেফতার করা হল কুখ্যাত দুষ্কৃতী সৈকত হালদার ওরফে ডাকুকে। ধৃতের কাছ থেকে একটি ওয়ান শটার বন্দুক ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের বাড়ি কৃষ্ণনগরের মালোপাড়ায়

সপ্তাহে ৪ দিন বসবে সোনাঝুরি হাট
প্রশাসনের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

প্রতিবেদন : ৬ দিন নয়। সপ্তাহে এখন থেকে চারদিন বসবে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট। এতদিন সপ্তাহে ৬ দিনই বসত হাট। এটা ঘটনা, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি খোয়াই হাটকে ঘিরে একাধিক বিধিনিষেধ জারি করা শুরু করেছে। পর্যটক থেকে স্থানীয়রা বিষয়টি মোটেও ভালভাবে নিচ্ছেন না। ইতিমধ্যেই হাট পরিচালনার দায়িত্বে নতুন করে ২৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি হাটের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে হাট পরিচালনায় একাধিক বিধিনিষেধ ও নতুন নিয়ম চালুর কথা জানানো হয়। একই সঙ্গে সপ্তাহে ছয় দিনের পরিবর্তে চার দিন হাট বসানোর প্রস্তাবও সামনে এসেছে। তবে এই প্রস্তাব ঘিরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।


সোনাঝুরি হাট নিয়ে প্রশাসনের সিদ্ধান্তে বিরক্ত ব্যবসায়ীরা।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সপ্তাহে ছয় দিন করে বসছে সোনাঝুরি হাট। বন্ধ থাকে শুধু বুধবার। হস্তশিল্পীদের এই হাট পর্যটকদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয়। সেই হাট এবার থেকে সপ্তাহে চারদিন বসবে। যা নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, হাটের দিন কমানো হলে তাঁদের রুজি-রোজগারে প্রভাব পড়তে পারে। ফলে এই প্রস্তাব নিয়ে আপত্তি উঠেছে বৈঠকেই। তার উপর বৈঠকে একাধিক নিয়ম চালুর কথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, এবার থেকে কোনও গাছে পেরেক পুঁতে দোকান বা সামগ্রী ঝোলানো যাবে না। দামি প্লাস্টিক ব্যবহার করতে হবে। তবে সবচেয়ে বড় বিতর্ক শুরু হয়েছে সপ্তাহে চারদিন হাট বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমা হয়েছে।

অন্নপ্রাশনের খাবার সাবাড় করল দাঁতাল



প্রতিবেদন : অন্নপ্রাশনের খাবার খেয়ে গেল দাঁতাল। যদিও গ্রামবাসীদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে পালিয়ে যায় হাতিটি। শনিবার গভীর রাতে মেদিনীপুর সদর ব্লকের পলাশিয়া গ্রামের ঘটনা। হাতির এমন কাণ্ডে রাতভর আতঙ্কে কাটান গ্রামবাসীরা। জানা গেছে, পেশায় কৃষক বিবেকানন্দ মাহাতোর মেয়ের রবিবার অন্নপ্রাশন ছিল। সেই জন্য বাড়িতে ১০-১২ কেজি কুমড়ো, বরবটি, উচ্ছে, বেগুন, পেঁপে ও টমেটো এনে রাখা হয়েছিল। মজুত থাকা সবজির কিছুটা খেয়ে, কিছুটা ছড়িয়ে ও পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করেছে হাতিটি। এর পরে ওই দাঁতাল পাশের বাড়ির গৌতম দলুইয়ের উঠোনে হানা দেয়। সেই সময়ে ভয়ে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে খাটের তলায় আশ্রয় নেন গৌতম। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে গ্রামবাসীদের চিৎকার চেঁচামেচিতে হাতি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন তাঁরা। এদিকে, হাতির হানায় মেয়ের অন্নপ্রাশনের সব আয়োজন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মহা বিপদে পরেন বিবেকানন্দ। রবিবার সকাল হতেই তিনি ফের বাজার থেকে সবজি কিনে এনে মেয়ের অন্নপ্রাশন সারেন। এটা ঘটনা, পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় এখন প্রচুর হাতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সন্ধ্যা নামলেই তারা মাঝে মধ্যেই লোকালয়ে ঢুকে ধান খায় ও ঘরবাড়ি ভাঙে।

পুলিশকে ধুলো চম্পট চোরের

প্রতিবেদন : পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে পালাল চোর। জানা গেছে, রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে এই ঘটনা ঘটে। চুরি-সহ অন্যান্য অভিযোগে শনিবার মহিষাদল থানার রামবাগ থেকে শেখ সারুক নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে মহিষাদল থানার পুলিশ। রবিবার তাঁকে মেডিক্যাল করানোর জন্য বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় মহিষাদল থানার পুলিশ। মেডিক্যাল করানোর পরে হাসপাতালের সামনে পুলিশের গাড়িতে তোলার সময়ে পুলিশের নজর এড়িয়ে চম্পট দেয় সে। হঠাৎই পুলিশের গাড়ির কাছাকাছি যেতেই ছুট। পুলিশও পিছন পিছন দৌড়তে থাকে। কিন্তু ধরতে পারেনি।

চাঁদার জুলুম! মারামারি থেকে ভাঙচুর ছটপুজোয় তাণ্ডব দুর্গাপুরে, ধৃত এক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাজ্যে পালাবদলের পর ছয়মাস পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তোলাবাজি বন্ধ হয়নি। বরং বেড়েছে। এবং তা রমরম করে চলছে। এবার ছটপুজোর ঘাটে চাঁদা সংগ্রহকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের লিঙ্ক পার্ক এলাকায়। দোকানে ঢুকে রীতিমতো ভাঙচুর চালানো হয়। যা চাওয়া হয়েছিল, তার থেকে ২০০ টাকা কম চাঁদা দিতে চেয়েছিলেন এক ব্যবসায়ী। এরপরই তাঁর উপর হামলা হয় বলে জানা গেছে। জানা গেছে, ওই ব্যবসায়ীর কাছে ৫০০ টাকা চাঁদা দাবি করা হলে ওই ব্যক্তি ৩০০ টাকা দিতে রাজি হন। তাতেই শুরু হয় বচসা। সেই বচসা থেকেই শুরু হয় মারধর। পরে একটি দোকানে ঢুকে ভাঙচুর চালায় চাঁদা নিতে আসা লোকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছটপুজো ঘাটে কুপন বিলি করে চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন স্থানীয় ছটপুজা কমিটির সদস্যরা। প্রতিটি ডালার জন্য ৫০০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হচ্ছিল। সেই সময় ওই ব্যবসায়ী ৫০০ টাকা না দিয়ে ৩০০ টাকা দেন। এই নিয়েই কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়। ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে হাতাহাতিতে গড়ায়। কমিটির সদস্যরা ওই ব্যবসায়ী ও তাঁর তিন ভাইকে মারধর করেন। একটি দোকানে কমিটির সদস্যরা ঢুকে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে ওয়ারিয়া ফাঁড়ির পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তাঁকে রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ঠিক কী কারণে সংঘর্ষের সূত্রপাত, এর পিছনে আর কারা জড়িত রয়েছে এবং চাঁদা আদায়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঠিক কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।



জেনারেটরে চুল জড়িয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু তরুণীর

প্রতিবেদন : শান্তিপুরের পর তাহেরপুর। ঠিক একই রকম দুর্ঘটনা! নদিয়ায় কালীপুজোর ভাসানে গিয়ে জেনারেটরের ইঞ্জিনে চুল জড়িয়ে প্রাণ হারালেন ১৮ বছরের এক তরুণী। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতার নাম দিয়া সরকার। নদিয়ার তাহেরপুর থানার বাদকুল্লার বাপুজি নগর এলাকার বাসিন্দা তিনি। স্থানীয় হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। শুক্রবার রাতে বাদকুল্লা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাপুজি নগর পুরন্দরপুর এলাকার একটি বারোয়ারি কালীপুজোর বিসর্জন ছিল। রাতে শোভাযাত্রা বার হয়। তাতে এলাকার অনেকের সঙ্গে ছিলেন দিয়াও। গড়িয়াপোতা ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের পর সকলে ফিরছিলেন। ঠিক তখনই বিপত্তি। অজান্তে চলন্ত ইঞ্জিনভ্যানে থাকা জেনারেটরের খোলা অংশের কাছে গিয়েছিলেন দিয়া। তাঁর মাথার লম্বা চুল খোলা ছিল। সেটা জেনারেটরের ভিতরে ঢুকে যায়। মুহূর্তের মধ্যে চুল পেঁচিয়ে যাওয়ায় গিয়ে জেনারেটরে হুমড়ি খেয়ে পড়েন দিয়া। মারাত্মক ভাবে জখম হন। উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই ছাত্রীটি মারা যান। খবর পেয়ে রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তাহেরপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। শনিবার ওই হাসপাতালে ছাত্রীর ময়নাতদন্ত হয়।

পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র ভিকিকে নিয়ে হলিউডে তৈরি হচ্ছে সিনেমা

দীপক রাম • পুরুলিয়া

একসময় দিল্লির রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কেটেছে দিন. জীবিকার তাগিদে করতে হয়েছে নানা ধরনের কাজ। আর আজ তাঁর জীবনসংগ্রাম উঠে আসতে চলেছে হলিউডের সিনেমার পর্দায়। শুধু সিনেমাই নয়, পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী ভিকি রায়ের জীবন ও সাফল্যের কাহিনি নিয়ে লেখা হচ্ছে জীবনীগ্রন্থও। সেই জীবনী লেখার কাজেই লেখিকা সিকে মীনার সঙ্গে সম্প্রতি পুরুলিয়ায় এসেছেন ভিকি রায়। জাগোবাংলার প্রতিনিধি দীপক রামকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তাঁর জীবনের নানা অধ্যায় এবং পুরুলিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা এই জীবনীতে বিশেষভাবে উঠে আসবে। ভিকি রায়ের জীবনী লেখার দায়িত্বে রয়েছেন ভারতের পরিচিত সাংবাদিক, লেখিকা ও শিক্ষাবিদ সিকে মীনা এবং সুপরিচিত আর্ট কিউরেটর অনুভব নাথ। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে এই জীবনীগ্রন্থ। জীবনের নানা ওঠাপড়া, শৈশবের কঠিন সময়, পুরুলিয়া ছেড়ে দিল্লিতে পৌঁছনো থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক আলোকচিত্রী হয়ে ওঠার দীর্ঘ যাত্রা—সবকিছুই তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে এই বইয়ে।

অন্যদিকে, ভিকি রায়ের জীবনকাহিনি নিয়ে তৈরি হতে চলেছে হলিউডের সিনেমা। ছবির চিত্রনাট্য লিখছেন সুনি তারাপোরেভালা। তিনি মীরা নায়ার পরিচালিত অস্কার মনোনয়নপ্রাপ্ত বিখ্যাত চলচ্চিত্র সালাম বোম্বের চিত্রনাট্যকার। ফলে ভিকি রায়ের জীবনসংগ্রাম এবার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতেও বিশেষভাবে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, পুরুলিয়ায় জন্ম ভিকি রায়ের। মাত্র ১১ বছর বয়সে অভাবের তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে



দিল্লিতে চলে যান তিনি। সেখানে প্রথম দিকে রেলস্টেশনে খালি জলের বোতল, আবর্জনা সংগ্রহের কাজ করেছেন, পরে একটি ধাবায় বাসন মাজার কাজও করতে হয়েছে তাঁকে। পরবর্তীকালে সালাম বালক ট্রাস্ট-এর আশ্রয়ে এসে নতুন করে জীবন গড়ার সুযোগ পান। সেখান থেকেই ক্যামেরার প্রতি আগ্রহ এবং ধীরে ধীরে ফটোগ্রাফির জগতে প্রবেশ। ২০০৭ সালে দিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টারে স্ট্রিট ড্রিমস নামে তাঁর প্রথম একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এরপর নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পুনর্নির্মাণের কাজ ক্যামেরাবন্দি করার সুযোগ পান তিনি। ২০১৪ সালে এমআইটি মিডিয়া ফেলোশিপ এবং ২০১৬ সালে ফোর্বস এশিয়ার ৩০ আন্দার ৩০ তালিকায় স্থান পান এই আলোকচিত্রী। একসময় যে কিশোরের কাছে জীবনের পরবর্তী দিনটিই ছিল অনিশ্চিত, আজ তাঁর জীবনকাহিনি নিয়ে তৈরি হচ্ছে হলিউডের সিনেমা, পাশাপাশি লেখা হচ্ছে জীবনীগ্রন্থ। সেই কাজের সূত্রেই নিজের জন্মভূমি পুরুলিয়ায় ফিরে আসা ভিকি রায়ের এই সফর জেলার মানুষের কাছেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পুরুলিয়ার মাটি থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করা এই আলোকচিত্রীর জীবনসংগ্রাম আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।

দিল্লি দরবার

16 November, 2026 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

দিল্লির একটি কাপড়ের দোকানে ট্রায়াল রুমের ভেতরে খুন হলেন ১৮ বছরের তরুণী শবনম। কাজ করতেন মোতিনগর মেট্রো স্টেশনের কাছে ওই শোরুমে

ঝাড়খণ্ডে তন্ত্রসাধনার নামে মধ্যযুগীয় বর্বরতা

কালীপুজোর রাতে বলি ৮ বছরের নাবালিকাকে

রাঁচি: তন্ত্রসাধনার আড়ালে ভয়াবহ ঘটনা, মধ্যযুগীয় নৃশংসতা। কালীপুজোর রাতে 'নরবলি' দেওয়া হল ঝাড়খণ্ডে। শ্বাসরোধ করে ধারাল অস্ত্রের আঘাতে নৃশংসভাবে খুন করা হল ৮ বছরের নাবালিকাকে। খুনের আগে ধর্ষণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না স্থানীয় মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের ছত্র জেলায়। ধর্ষণের বিষয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে না পারলেও, বালিকাটিকে যে বলি দেওয়া হয়েছে, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত তদন্তকারীরা।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে, গত রবিবার অর্থাৎ কালীপুজোর রাতেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা। পরিবারের লোকজন সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজখবর নিয়েও কোনও হদিশ পায়নি তার। ১১ নভেম্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। কিন্তু তারপরেও কোনও সুরাহা হয়নি। অবশেষে ১৩ নভেম্বর মেয়েটির বাড়ি থেকে ১৫০ মিটার দূরে একটি ধানখেতে তার রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহ দেখে প্রাথমিকভাবে পুলিশের মনে হয়েছিল, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে নাবালিকাকে। যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বাঁশ।



কিন্তু তদন্তের গভীরে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, কালীপুজোর রাতে আসলে বলি দেওয়া হয়েছে নাবালিকাকে। ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত শাবল, কাস্তে, বেলচা, ভাঙা কাচের চুড়ি, পলাশ গাছের রক্তমাখা পাতা, সিঁদুর, সুগন্ধি দ্রব্য, গোলাপজল, ধূপ, হলুদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশে পড়ে ছিল মেয়েটির জামাকাপড়েরও কিছু অংশ।

তদন্ত কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে পুলিশ বুঝতে পারে কালীপুজোর রাতে আসলে বলি দেওয়া হয়েছে ৮ বছরের ছোট্ট মেয়েটিকে। শ্বাসরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার পরে তার দেহ বাড়ির কাছেই একটি ধানখেতে ফেলে দিয়ে আসে আততায়ীরা। তারপরে পুলিশ এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে নিযাতিতার যৌনাঙ্গে একটি বাঁশ ঢুকিয়ে দেয় খুনিরা। রক্তমাখা পলাশ গাছের পাতা, সিঁদুর, সুগন্ধীর মতো উপকরণ দেখে পুলিশ নিশ্চিত হয়, তন্ত্রসাধনার পরিণতি এই নৃশংস খুন। নাবালিকা খুনের অভিযোগে পুলিশ তার এক আত্মীয়, আত্মীয়র ভাসুর এবং ভাইপোকে গ্রেফতার করে। ধৃত ৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা নিশ্চিত হন, কালীপুজোর রাতে বলি দেওয়া হয়েছে ওই নাবালিকাকে। জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ধৃতরা তন্ত্রসাধনা করত। কালীপুজোর রাতে পুজো চলার সময়ই বলি দেওয়া হয়েছে ৮ বছরের মেয়েটিকে। আরও এক আততায়ীর সন্ধানে পুলিশ।

ফের জমা দেওয়া যাবে এনুমারেশন!

নয়াদিল্লি: যে সমস্ত ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এনুমারেশন ফর্ম জমা না দেওয়ার কারণে, তাঁরা তা জমা দেওয়ার সুযোগ পাবেন আবার। তবে সবাই নয়, যে সব রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এখন এস আই আর চলছে, শুধুমাত্র সেখানকার ভোটাররাই পাবেন এই সুযোগ। শনিবার সুপ্রিম কোর্টে যৌথ হলফনামা দিয়ে একথা জানিয়েছেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশী। লক্ষণীয়, গত ২৮ অক্টোবর দিল্লির এস আই আর নিয়ে একটি মামলায় শুনানিপর্বে সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দিয়েছিল, নাম বাদ পড়া ভোটারদের কাছে পৌঁছতে হবে কমিশনকে। অনুপস্থিত থাকলে বা ঠিকানা পরিবর্তিত হলে কীভাবে পৌঁছানো সম্ভব খসড়া তালিকা বাদ পড়া ভোটারদের কাছে, তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

অনাহারের এ লজ্জা রাখবে কোথায় বিজেপি

ওড়িশায় রাস্তায় মৃত কুকুরের মাংস খেলেন ক্ষুধার্ত যুবক

সম্বলপুর: লজ্জা! বিজেপি শাসিত ওড়িশায় দারিদ্র-অনাহারের এক করুণ পরিণতি দেখল সম্বলপুর। তীব্র ক্ষুধায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত একটি কুকুরের মাংস ছিঁড়ে খেলেন এক ভবঘুরে। রাস্তায় প্রকাশ্যে। তাঁর মানসিক সুস্থতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করলেও, মানুষটি যে বেশ কয়েকদিন ধরে অনাহারে ছিলেন এবং প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিলেন সে-ব্যাপারে নিশ্চিত স্থানীয় মানুষ। কারণ ওই ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই খাবারের খোঁজে পাশেরই একটি হোটেলে ঢুকেছিলেন ওই যুবক। কিন্তু বেরিয়ে আসেন অভুক্ত অবস্থাতেই। তারপরেই খাবার খুঁজতে খুঁজতে হাইওয়ের ধারে পড়ে থাকা মৃত কুকুরটির পাশে বসে পড়েন। খেতে শুরু করেন কুকুরের কাঁচা মাংস, নাড়িভুঁড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। ৯টা



১৫ মিনিট নাগাদ সম্বলপুর শহরের উপকণ্ঠে মানেশ্বর চক এলাকায়।

স্থানীয় মানুষ এবং পথচারীদের অনেকেই এই দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেন। থামানোর চেষ্টাও করেন যুবকটিকে। কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। শেষে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। যুবকটিকে আটক করে পুলিশ। উদ্ধার করে দুর্ঘটনায় মৃত কুকুরের হাড়গোড়। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও যুবকটি হোটেলে ঢুকেও অভুক্ত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন কেন? হোটেলের লোকজন পুলিশকে বলেছেন, যুবকটির অস্পষ্ট কথা তাঁরা বুঝতে পারেননি। সত্যিই কি তাই? নাকি ক্ষুধার্ত যুবকের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হয়েছিল হোটেলে? আশির দশকের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল ওড়িশার কালাহান্ডি। তখন তেঁতুলবিচি সেদ্ধ করে খেয়ে পেটের জ্বালা জুড়োতে হত প্রত্যন্ত গ্রামের বহু মানুষকে। তাই নিয়ে পড়ে গিয়েছিল ব্যাপক আলোড়ন। কিন্তু তার এত বছর পরে পশ্চিম ওড়িশারই সম্বলপুরের মতো সমৃদ্ধশালী শহরের রাস্তায় বসে খিদের জ্বালায় মড়া কুকুরের মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার ঘটনা- সত্যিই ভাবা যায় না। কী উত্তর দেবে বিজেপি সরকার?

সিকিমে ভারত-চিন সীমান্তের আকাশে হঠাৎ রহস্য-বিমান

গ্যাংটক: রহস্যজনক বিমান সিকিমের ভারত-চিন সীমান্তে। ১২ নভেম্বর চিনের দিক থেকে সিকিম সীমান্তের উপরে আচমকাই উড়ে আসে বিমানটি। অন্তত ২০ থেকে ২৫ মিনিট সেটি চক্কর মারে ভারতের আকাশে। সূত্রের দাবি অন্তত সেটাই। ভারতীয় বায়ুসেনার সতর্কবার্তা পেয়েও সরে যায়নি সেটি। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য উধাও। যদিও ২০-২৫ মিনিট ভারতের আকাশসীমায় চক্কর দেওয়ার কথাটা অবশ্য মানতে পারছেন না বায়ুসেনার আধিকারিকদের একাংশ। তাঁদের কথায়, সেরকম হলে সেটিকে আকাশে ঘিরে ফেলতে পারত ভারতীয় যুদ্ধবিমান। তবে অল্প সময়ের জন্য বিমান ঢুকে পড়লেও তা উদ্বেগের বিষয়। অদ্ভুত ব্যাপার, বিমানটির গতিপথ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন উঠেছে, অতি স্পর্শকাতর শিলিগুড়ি করিডরের উপরে নজরদারির কোনও উদ্দেশ্য ছিল না ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার কথা উঠলেই শিলিগুড়ি করিডরের প্রসঙ্গ সামনে আসে। দেশের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের যোগাযোগের এই গুরুত্বপূর্ণ পথের কাছাকাছি কোনও অস্বাভাবিক সামরিক গতিবিধি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ায়। এবার সিকিম সীমান্তে একটি অজ্ঞাত বিমানের উড়ান ঘিরে সেই আশঙ্কাই নতুন করে আলোচনায় এসেছে।



তবে এই ঘটনা এমন সময়ে সামনে এল, যখন সিকিম সীমান্তে ভারতীয় সেনার উপস্থিতি এবং প্রস্তুতি নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কয়েক দিন আগেই সেখানে সেনাদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। সেনার শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। তার পরেই অজ্ঞাত বিমানের গতিবিধি ধরা পড়ার বিষয়টি প্রতিরক্ষা মহলে বাড়তি নজর কেড়েছে। বিশেষ করে ওই এলাকা থেকে শিলিগুড়ি করিডরের উপর নজর রাখার সম্ভাবনা থাকায় বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই।

সেনা সূত্রের দাবি, প্রায় ২৫ হাজার ফুট উচ্চতায় বিমানটি বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিল এবং বায়ুসেনার সতর্কবার্তার পরে দ্রুত সরে যায়নি। কিন্তু প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্তাদের একাংশের বক্তব্য, কোনও বিমান যদি সত্যিই এতক্ষণ ভারতীয় আকাশে চক্কর কাটত, তাহলে দেশের যুদ্ধবিমানগুলির প্রতিক্রিয়া আরও দৃশ্যমান হওয়ার কথা। তাঁদের মতে, অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে থাকলেও তার স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। এখন সবচেয়ে বড় বিষয়, বিমানটি কোথা থেকে এসেছিল, কতক্ষণ ভারতীয় আকাশে ছিল এবং তার পিছনে কোনও পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল কি না, সেই তথ্য সামনে আসা।

বন্ডে নারাজ গৃহবন্দি সোনম

লাদাখ: বাক-স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চাননি বিশিষ্ট পরিবেশ আন্দোলনকারী সোনম ওয়াংচুক। তাই মুখের উপরে জানিয়ে দেন কোনও মুচলেকা দেবেন না তিনি। দেবেন না ৫০ হাজার টাকার বন্ডও। মানেননি কোনও সরকারি শর্ত। লাদাখে শীতের মধ্যে নির্বাচন করানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সরব হয়েছিলেন তিনি। আর তার পরেই ৬০ দিনের জন্য তাঁকে গৃহবন্দি করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত? এই আবহে এবার সোনম ওয়াংচুকের একটি ভিডিয়ো বার্তা ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। সেখানে তিনি বলেন, লাদাখের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করা যাবে না, কোনও সভা বা মিছিলে যোগ দেওয়া যাবে না— এমনই শর্ত দিয়ে তাঁকে একটি বন্ডে সই করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই শর্ত মানতে রাজি হননি তিনি। এরপরই তাঁকে আটকের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পাশে সবসময়

বালুচিস্তান এবং খাইবার পাখতুনখোয়ায় জঙ্গিদের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষ পাক সেনার। মৃত্যু হয়েছে এক মেজর-সহ ৪ পাক সেনাকর্মীর। ২৪ জন জঙ্গিকেও খতম করা হয়েছে বলে দাবি পাক বাহিনীর

দেশ বিদেশ

৪ হাজার বিমান বাতিল আমেরিকায়

রবিবারের বিমানবন্দর যেন ত্রাণশিবির

নিউইয়র্ক: বিমানবন্দর না ত্রাণশিবির? পরিস্থিতি দেখে জাগতেই পারে প্রশ্নটা। অজস্র বিমান বাতিল হওয়ায় মার্কিন মুলুকের বিমানবন্দরগুলোর এমনই অবস্থা দাঁড়িয়েছে রবিবার। এদিন বাতিল হয়েছে সবমিলিয়ে চার হাজারেরও বেশি বিমান। ফলে আটকে পড়েছেন হাজার হাজার যাত্রী। ক্লান্ত-শ্রান্ত যাত্রীরা গায়ে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছেন বিমানবন্দরের টার্মিনালের মেঝেতেই। শুক্রবার থেকেই বিভ্রাটের শুরু। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে মূলত এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের যোগাযোগ ব্যবস্থার ত্রুটি। ৪৮ ঘন্টা কেটে গেলেও কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কোনও লক্ষণই নেই। শনিবারও বাতিল হয়েছে ৬১৫০টিরও বেশি উড়ান। ফ্লাইট অ্যাওয়ারের তথ্যের দাবি,



রবিবার সকালন পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ৪২১৪টি উড়ান। অস্বাভাবিক দেরি হয়েছে ৩৫৪১টি ফ্লাইট।

বিমানবন্দরগুলোতে তিল ধারণের জায়গা নেই। হোটেলে জায়গা পাওয়ার তো কোনও প্রশ্নই নেই। পরিস্থিতিটা মালুম হচ্ছিল আটলান্টা বিমানবন্দরের সামনে দীর্ঘ লাইনেই। নিউইয়র্কের জন কেনেডি বিমানবন্দরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে টার্মিনালের মঝেতেই শুয়ে পড়েছেন অজস্র যাত্রী। মায়ামি, লস অ্যাঞ্জেলেস, ডালাস, সিয়াটল- সব জায়গাতেই প্রায় একই ছবি। মাথায় লাগেজ, গায়ে চাদর দিয়ে বিমানের অপেক্ষায় যাত্রীরা। হোয়াইট হাউস থেকে বিমান বিভ্রাটের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন পরিবহণসচিব সিন ডাফি। বলেছেন, অতিরিক্ত চাপে ঠিকমতো কাজ করছিল না সুইচ এবং রাউটার। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার স্বার্থেই দেশজুড়ে বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ।

৭.৫ কোটি টাকা, ২.৫ কেজি সোনা উদ্ধার হল মধ্যপ্রদেশে



বিজেপির মধ্যপ্রদেশে বনকর্তার বাড়িতে গোনা হচ্ছে টাকা ও সোনা।

ভোপাল: বিজেপির শাসনে দুর্নীতি কীভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে মধ্যপ্রদেশের কিছু সরকারি কর্মী এবং আধিকারকের মধ্যে তার প্রমাণ মিলল হাতেনাতে। আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে মধ্যপ্রদেশের এক সরকারি আধিকারিকের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল সম্পত্তির সন্ধান পেল দুর্নীতি দমনকারী সংস্থা লোকায়ুক্ত। উদ্ধার হয়েছে আড়াই কেজিরও বেশি সোনা, দেড় কেজির বেশি রুপো এবং ২৬ লক্ষ টাকারও বেশি নগদ। সব মিলিয়ে প্রায় ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার সম্পত্তির হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

অভিযুক্ত আধিকারিকের নাম সঞ্জীব কুমার শর্মা। তিনি মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা টাইগার রিজার্ভে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদে কর্মরত। তাঁর বিরুদ্ধে স্ত্রী-সহ কয়েকজনের সহযোগিতায় আয়ের তুলনায় বিপুল সম্পত্তি গড়ে তোলার অভিযোগ জমা পড়েছিল লোকায়ুক্তের কাছে। আদালতের অনুমতি পাওয়ার পর শনিবার তল্লাশি অভিযান চালান লোকায়ুক্তের আধিকারিকরা। পাঁচমাড়িতে সঞ্জীবের সরকারি আবাসন ও অফিস এবং ছিন্দওয়াড়ায় তাঁর ব্যক্তিগত বাড়িতে চলে তল্লাশি। উদ্ধার হয়েছে ২৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮০০ টাকা নগদ, প্রায় ২.৫২৮ কেজি সোনা, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩.৫ কোটি টাকা। পাশাপাশি মিলেছে ১.৬৫৬ কেজি রুপো। এর বাইরে একটি স্করপিও, একটি মাহিন্দ্রা কেইউভি, রয়্যাল এনফিল্ড বুলেট এবং একটি স্কুটার-সহ চারটি গাড়ির সন্ধান মিলেছে। সেগুলির আনুমানিক মূল্য ৩১ লক্ষ টাকার বেশি। তদন্তকারীদের দাবি, সঞ্জীবের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের একটি রিসর্ট এবং ১ কোটি টাকা মূল্যের একটি ভিলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। জমি কেনাবেচা সংক্রান্ত ২৮টি নথিও উদ্ধার হয়েছে। তবে সম্পত্তির চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও নথিপত্র যাচাই এখনও বাকি।

নথি পাঠাল তৃণমূল কংগ্রেস

(প্রথম পাতার পর)

কিন্তু রবিবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ৩২ জন বিধায়কের সই তাঁরা জমা দিয়েছেন। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে ৮০ জন প্রার্থী জয়ী হন। ফলে এখন এটা পরিষ্কার গদ্দাররা ৬০ বিধায়কের সমর্থনের বিষয়ে মিথ্যা প্রচার করছে।

গদ্দার শিবিরের ছয়টি ট্রাকের তুলনা টানলে কল্যাণ জানান, সেগুলি ফলস ছিল। কতজনের হলফনামা রয়েছে, তাও প্রকাশ করা হয়নি তাতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা কিন্তু সব তথ্য দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ সদস্যের হলফনামাও জমা পড়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাংবাদিকদের তৃণমূল সাংসদ বলেন, আমাদের যত হলফনামা রয়েছে, সব আসল। আস্তে আস্তে প্রকাশও করব। দিয়ে দেব ওদেরও। যদিও ওদের দেওয়ার পর শুভেন্দুর পুলিশ এবং দলবল আমাদের লোকেদের উপর অত্যাচার করবে। শুভেন্দু তো তার জন্যই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে! তাতেও আমরা ভয় পাই না। আমরা আসল হলফনামা, ছবি-আইন অনুযায়ী করে জমা দিয়েছি। ঠিক সময়ে সব কপি আমরা ঋতব্রত বা তাঁর আইনজীবীকে পাঠিয়ে দেব। আমাদের যা হলফনামা জমা পড়েছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেনই। ১৭ জন সাংসদের হলফনামা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৩২ জন বিধায়কও আছেন। আগামীতে লড়াই হবে। দেখি অমিত শাহের আশীর্বাদ কত আছে! বিজেপির সিবিআই, ইডি, হাজার হাজার কোটি টাকা, নির্বাচন কমিশন... সব আছে। কিন্তু আইনের মাথা নেই।

আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে আগেই অভিযোগ করা হয়েছিল, শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশমতো দলের কর্মীদের চাপ দিয়ে স্ট্যাম্প পেপারে সই করিয়ে মিথ্যে হলফনামা দিচ্ছেন রাজ্যের পুলিশ অফিসাররা। আদালতেও মামলা করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গেই সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''হলফনামায় যে কী অবস্থা করব পুলিশ অফিসারদের, দেখে নেবেন। খেলা কাকে বলে দেখিয়ে দেব। জেলে ঢোকাব...শুভেন্দু অধিকারীর অর্ডার মেনে যাঁরা অবৈধ সমস্ত সই করিয়ে ফলস...দিয়ে, থানায় বসে বসে...কোন কোন থানায় হয়েছে...শুধু ওরা লিস্টটা দিক। কত পুলিশ অফিসার জেলে যাবে তার কোনও ঠিক নেই। চাকরি বাঁচাবেন? না শুভেন্দুর অবৈধ অর্ডার সব মানবেন? সাবধান আইপিএস, আইএস...একদম সাবধান।''

রাষ্ট্রযন্ত্রকে দিয়ে রেইকি সাংসদের বাড়ির সামনে, আইনের শাসন নেই বাংলায়

(প্রথম পাতার পর)

করতে। তৃণমূল প্রশ্ন তোলে, ভয় দেখানোর এই উদ্বেগজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিজেপি ঠিক কী অর্জন করতে চাইছে? ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে চাটন শিবির কি বিশেষভাবে বিচলিত, দিশাহারা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে?

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সাদা পোশাকে পুলিশ কর্মীরা অভিষেকের বাসভবনের আশপাশে ঘোরাফেরা করছেন। ভিডিও ও ছবি তুলছেন। সমস্ত গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছেন। এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়, বিশেষ করে এর পরপরই দুষ্কৃতীদের যে হামলার ঘটনা ঘটেছে, যা তাঁর জীবনের জন্য একটি গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পিছনে কি কোনও বড় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কাজ করছে?

বিজেপি নিজেদের ব্যর্থতা থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে মরিয়া হয়ে এখন রাজনৈতিক বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে, নজরদারি চালাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্লজ্জ অপব্যবহারের পথ বেছে নিচ্ছে।

আইনের শাসন কোথায় হারিয়ে গেল? বাংলার পুলিশ বাহিনী কি আইন রক্ষার সাংবিধানিক দায়িত্ব ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক ভয় দেখানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে? আসলে তৃণমূল কংগ্রেস ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডাবল ইঞ্জিনের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ভয় দেখাতে লুম্পেন বাহিনী, পুলিশ—কোনও কিছুই বাকি রাখছে না বিজেপির স্বৈরাচারী সরকার।

পুলিশি হেফাজতে খুন

(প্রথম পাতার পর)

উদ্ধারে যায় পুলিশ। দাবি, হঠাৎই সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে গুলি চালিয়ে দেয় রতন। পুলিশের গাড়িতে গুলি লাগে। 'আত্মরক্ষার্থে' পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। সেই গুলিতেই জখম হয় রতন। তড়িঘড়ি নানুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বোলপুর হাসপাতালে। সেখানেই রতনের দেহের ময়নাতদন্ত হবে।

প্রসঙ্গত, ছ'মাসের বিজেপি সরকারের আমলে এটি পঞ্চম পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা। এর আগে বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জ, রায়গঞ্জে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন অভিযুক্তরা।

রবিবারের ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র, বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, পুলিশে মৃত্যুর খবর এসেছে। বিস্তারিত খবর নেওয়া হচ্ছে। তবে এটা নিশ্চিত অপরাধীদের কঠোর শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু সেই শাস্তিটা কী হবে, কে দেবে এবং কীভাবে দেবে? সেটা আইনের মধ্যে থেকে পুলিশ তদন্ত করবে, বিচার বিভাগ সেই শাস্তি দেবে। দক্ষ প্রশাসন দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত সুনিশ্চিত করবে। তার বদলে বারবার আসামি পালাচ্ছে, পুলিশের উপর গুলি চালাচ্ছে। পুলিশ যখন ঘটনা পুনর্নির্মাণ করতে যাচ্ছে তখন পুলিশের অস্ত্র নিয়ে বা অন্য কোনও অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছে। এই সব ঘটনাগুলো একটা হিরোইজম দেখাতে গিয়ে এটা পুলিশের দৃঢ়তাকে প্রমাণ করছে না পুলিশের দুর্বলতাকে প্রমাণ করছে সেটা নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। এ-বিষয়ে প্রশ্ন তোলারও অবকাশ থাকছে। ঘটনাগুলোর ভিডিও পাওয়া যায় না। ঘটনাগুলি নিয়ে মানুষকে কোনও বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিও দেওয়া যায় না। ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন অবশ্যই থাকবে আবার অপরাধীদের কঠোর শাস্তিও দরকার। কিন্তু সেটা যদি বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে না করে এই ভাবে পরপর ঘটনা ঘটতে থাকে তবে পরে কিন্তু এর অপব্যবহার শুরু হতে পারে। কাউকে অপরাধী বলে দাগিয়ে দিয়ে মেরে দাও, সেটা কিন্তু বিপজ্জনক দিকে চলে যাবে।

এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন তৃণমূল নেতা, আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এভাবে অপরাধীদের বিচার না করে মেরে ফেলা ঘোরতর অন্যায়। আইন-আদালত আছে, অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীর ফাঁসি পর্যন্ত হয়। তার পরেও এভাবে পুলিশকে ছাড় দিলে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশের কাছে খবর এসেছিল, রতন শেখ নামে কুখ্যাত এক দুষ্কৃতী শান্তিনিকেতনের লাইক বাজারে রয়েছে। তাঁকে ধরতে সাদা পোশাকে মোটরবাইকে চেপে প্রান্তিক আউট পোস্ট থেকে যান শান্তিনিকেতন থানার তিন পুলিশ কর্মী। রতনকে ধরতে গেলে সে কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলি লাগে ওই বিশ্বজিতের পায়ে।

ঘটনার পরেই শনিবার রাতে আহত পুলিশকর্মীকে দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, রতন শেখের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছি। ও একজন 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল'। ৩৬টা কেস রয়েছে ওর বিরুদ্ধে। এ-বছর বীরভূম পুলিশ ওকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু পুজোর সময় কী করে ও জামিন পেল সেটা আশ্চর্যের। এই বিষয়ে তদন্ত করা হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। 'জমা-খরচ' প্রসঙ্গে জানান, পুলিশকে গুলি করতে এসেছিল। আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ সেদিনও ব্যবস্থা নিতে পারত। পুলিশেরও বাঁচার অধিকার আছে। তাঁকে বন্দুকের গুলিগুলো পকেটে গুঁজে রাখার জন্য দেওয়া হয়নি। খুনি, গুন্ডাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে খোলা ছাড় দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই রতনের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয়ে যায়।

বিজেপির নোংরা কোন্দলে বলি

(প্রথম পাতার পর) সুশাসন নিয়ে বড় বড় কথা বলে, তাদেরই মণ্ডল স্তরের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীর ওপর হামলা এবং প্রতিবাদী দলীয় কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠায় মুখ পুড়েছে পড়েছে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের। দলের রাজদীপ, রাজা তহশিলদার, সুরজিৎ বিশ্বাস ওরফে ননী-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন মৃতের স্ত্রী। ঘটনার পর বিজেপির অন্দরেই শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। প্রকট হচ্ছে দলের অন্দরে 'আদি বনাম নব্য' দ্বন্দ্ব। অভ্যন্তরীণ সমন্বয় এবং উত্তর কলকাতা শহরতলি জেলা সভাপতির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক। ক্ষমতার দম্ভ আর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন তার বলি হতে হয় সাধারণ কর্মী ও নাগরিকদের। পানিহাটির বাজারে একজন ব্যবসায়ী যদি শাসকদলের যুব নেতার হাতে আক্রান্ত হন, এবং তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি সেই দলেরই এক কর্মীকে জীবন দিতে হয়, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? এই 'গুন্ডারাজ' দমনে ব্যর্থতার দায় কার? তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ পুলিশ প্রশাসনকে বিঁধে পাল্টা জানান, যে সরকার কথায় কথায় ফাইল খোলা হবে, সঠিক তদন্ত হবে বলে বড় বড় বুলি কপচায় এবার বিজেপির এই ঘটনায় আশা করি তারা সঠিক তদন্ত করবে।

খোলা হাওয়া

16 November, 2026 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

৭ নভেম্বর, কলকাতার অনুচিন্তন আর্ট সেন্টারে মঞ্চস্থ হয় পঞ্চম বৈদিকের দুটি নাটক, পায়েল সাহু নির্দেশিত ‘সদগতি’ ও অর্পিতা ঘোষ নির্দেশিত ‘গণেশ’



অস্মিতা

» ২৮ অক্টোবর, দেবেন্দ্রলাল খান রোডে সাহিত্য অকাদেমি সভাঘরে আয়োজিত হয় ‘অস্মিতা’ শীর্ষক অনুষ্ঠান। সাহিত্যপাঠ ও আলোচনায় অংশ নেন বৈশাখী ঠাকুর, বিদিশা সিনহা, কাবেরী রায়চৌধুরী, নন্দিনী নাগ, পায়েল সেনগুপ্ত। আয়োজনে সাহিত্য অকাদেমি। ছিলেন সাহিত্য অকাদেমি কলকাতার কার্যক্রম আধিকারিক অভিষেক রথ বলেন, সাহিত্য অকাদেমি কলকাতার সহকারী সম্পাদক ক্ষেত্রবাসী নায়েক প্রমুখ।



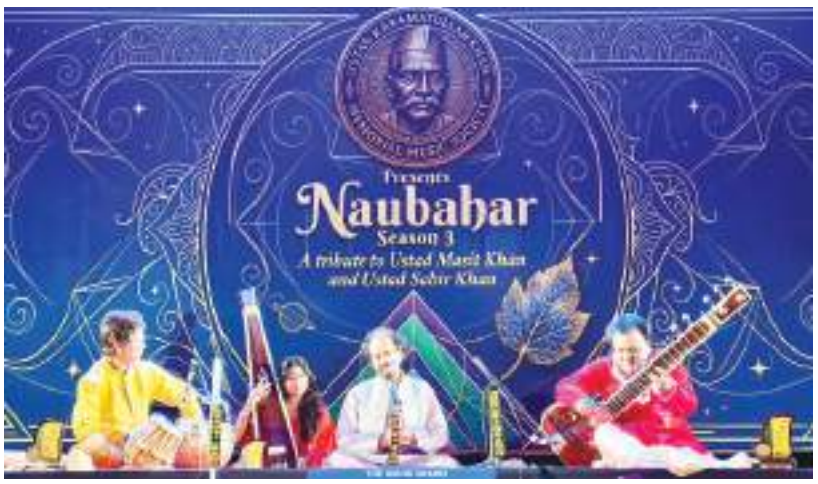
সেদিন হতে শতবর্ষ পরে

» গত ৪ নভেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় ‘সেদিন হতে শতবর্ষ পরে’ শীর্ষক অনুষ্ঠান। স্মরণ করা হয় সুকান্ত ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবী, ভূপেন হাজারিকা, বাদল সরকার, তৃপ্তি মিত্রকে। আকাশবাণী কলকাতার শতবর্ষ উপলক্ষেও আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণ করেন সোসাইটির সদস্য ও সদস্যারা। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা। সবাইকে ধন্যবাদ জানান রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়।

শিশু দিবসে বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান



» ১৪ নভেম্বর, ছিল ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। সেই উপলক্ষে সারা দেশে আয়োজিত হয় শিশু দিবস। ওই দিন কচিকাঁচাদের জন্য এক বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আকাশবাণী কলকাতা। সুরেলা আবহ তৈরি করে শিশুশিল্পী অনিক জানা ও কৌশিকী কার্ফার সুমধুর গান। পাশাপাশি পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিভাগের শিশুশিল্পীদের বিশেষ পরিবেশনা অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিশু অভিনেত্রী পিহুনা সেন, মোহর উনাদকাট এবং প্রেক্ষা সাহার সঙ্গে প্রাণবন্ত কথোপকথন। তাদের অভিনয় জীবন ও ছোটবেলার নানা মজার অভিজ্ঞতা তারা ভাগ করে নেয় শ্রোতাদের সঙ্গে। সাহিত্যের স্বাদ দিতে স্বরচিত গল্প পাঠ করেন সাহিত্যিক সৌভিক গুহ সরকার। এছাড়া, পরিবেশিত হয় ‘আত্মজা’-র শিশুশিল্পীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ কবিতা আলেখ্য। শিশুদের মেধা ও মননের বিকাশে একটি আকর্ষণীয় কুইজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন ডঃ মানস প্রতিম দাস। এখানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করে। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিল প্রতিভাবান দুই শিশুশিল্পী শুভায়ন দত্ত ও অহনা মজুমদার। অনুষ্ঠানের শেষে অংশগ্রহণকারী কচিকাঁচাদের উৎসাহিত করতে তাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠান প্রধান মিতালী দত্ত এবং আকর্ষণীয় ‘গুডি ব্যাগ’ তুলে দেন সহকারী অনুষ্ঠান অধিকর্তা শুভায়ন বালা। সব মিলিয়ে, শিশুদের প্রতিভা বিকাশ এবং নির্মল বিনোদনের এক অনন্য মঞ্চ হয়ে উঠেছিল আকাশবাণী কলকাতার এই বিশেষ আয়োজন। সমগ্র আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন অনুষ্ঠান আধিকারিক দুর্বা দে।



শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

» গত ৬ এবং ৭ নভেম্বর, কলকাতার আইসিসিআর প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হয় ‘নওবাহার’ শীর্ষক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। স্মরণ করা হয় উস্তাদ মাসিত খান এবং উস্তাদ সাবির খানকে। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীরা। আয়োজনে উস্তাদ কেরামতুল্লা খান মেমোরিয়াল মিউজিক সোসাইটি।

আর্ট ফেয়ার

» সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম। এই সংস্থা ৫০ বছর পার করে ফেলেছে গত বছর। সারা পৃথিবীতেই তাদের শাখা রয়েছে। সঙ্গীতের সব ধারা, নাচ, নাটক, অভিনয়, যোগব্যায়াম চিত্র, ভাস্কর্য সব বিভাগে আছে অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী। সম্প্রতি এই পরিষদের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আর্ট ফেয়ার অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি



হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির প্রধান ড. সমিত রায়। এছাড়াও ছিলেন ভাস্কর বিমল রায়, প্রদীপ মৈত্র, মিতা চট্টোপাধ্যায়, তারক গড়াই, সুশান্ত সরকার, জয়দীপ চ্যাটার্জি, মলয় দত্ত, রাভাস কুমার মোহন্তি, প্রশান্ত দা, অমিতা দত্ত, ইন্দ্রজিৎ নারায়ণ প্রমুখ। সবার হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন সর্বভারতীয় পরিষদের প্রধান ডঃ শান্তনু সেনগুপ্ত। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, আর্ট ফেয়ার এই বছর প্রথম আমরা আয়োজন করলাম। সারা ভারতবর্ষ থেকে ৮০ জন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর এখানে স্টল দিয়েছেন। আর্ট ফেয়ারের মূল উদ্দেশ্য হল, যে সব শিল্পী এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন, তাঁদের প্রচারের আলোয় আনা। তাঁদের শিল্পকর্ম শিল্পপ্রেমীরা যদি সংগ্রহ করেন, তাহলে শিল্পীদের কাজের কিছুটা সুবিধা হয় এবং তাঁরা আর্থিকভাবে লাভবান হন।

মঞ্চস্থ হল নাটক ‘খাট মাট ক্রিং’



» সম্প্রতি বরানগর রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হল ষড়ভুজ প্রযোজিত বাদল সরকারের নাটক ‘খাট মাট ক্রিং’। বাদল সরকার এই নাটকে প্রচলিত ছক ভেঙে বেরিয়ে আসার কথা বলেছেন। এটা মূলত একটি রাজনৈতিক ডার্ক কমেডি, যা আমাদের শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি এবং বিচার ব্যবস্থার এক চরম অবাস্তব ও খামখেয়ালি রূপকে নির্দেশ করে। বাদল সরকারের বেশির ভাগ প্রযোজনার মতো এই প্রযোজনাতেও থার্ড থিয়েটার ফরম্যাটের কিছু প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এই নাটকে অভিনেতাদের কোনও অতিরিক্ত সাজপোশাক নেই। সাধারণ পোশাকেই তাঁরা মঞ্চে অবতীর্ণ হন। অতিরিক্ত সেট, প্রপসের ব্যবহার নেই। যেহেতু প্রসেনিয়ামে পরিবেশিত হয়েছে, তাই কিছু আলোর ব্যবহার আছে। তবে একটা ব্যাকড্রপ ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা এই নাটকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভালভাবে দেখলে বোঝা যাবে, গোটা নাটকের বার্তাটা সেই ব্যাকড্রপ বহন করে চলেছে, তা সে দুটি ভিন্ন স্থানের সংযোগ ব্যবস্থা হোক, বা হিরোশিমা পারমাণবিক বিস্ফোরণ। নাটকে বেশ কিছু গান আছে, যেগুলো মনকে আরাম দেয়। গানের মধ্যে দিয়েই হাসাতে হাসাতে বলে দেওয়া হয়েছে চিরাচরিত কিছু সত্যি কথা, যেগুলো বর্তমান সময়ে উচ্চারণ করলে সমস্যা বাড়তে পারে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন অনির্বাণ সরকার। অপূর্ব পরিবেশ তৈরি করেছেন শুভজিৎ পাল। চমৎকার আর্টওয়ার্ক করেছেন সুপ্রিয় সুর। ধনপতি মণ্ডলের আলো যথাযথ। নাটকের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে আছেন ড. তরুণকুমার প্রধান। সকল কলাকুশলীর অসাধারণ অভিনয় নাট্যমোদী দর্শকদের নজর কেড়েছে।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পক্ষে সংবাদ



শুটিংয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জয়ী ভারতীয় শুটার বিভান কাপুর

মাঠে ময়দানে

16 November, 2026 • Monday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
১৬ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



ম্যান ইউয়ে কাজ শুরুর আগে পোচেত্তিনোর কোচিংয়ে হাইতিকে হারাল আমেরিকা।



ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় ফিফা ফ্রেন্ডলিতেও হার ভারতের। ম্যাচের একটি মুহূর্ত।



জাপানে কুমামোতো মাস্টার্সে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর লক্ষ্য সেন।



স্ত্রী জর্জিনার সঙ্গে দুবাইয়ে ছুটি কাটাচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।



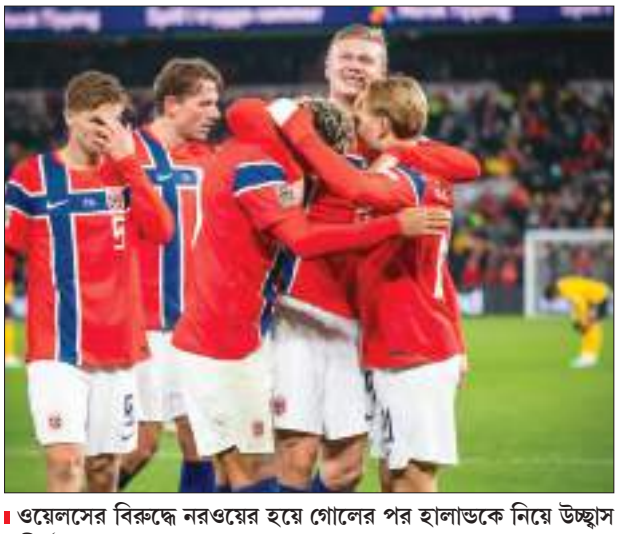
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ফুরফুরে মেজাজে ইয়ামাল।



জয়পুরে নিজের মোমের মূর্তির পাশে হরমনপ্রীত কৌর।



ওয়ান ডে অভিষেকেই উইকেট নেওয়ার উচ্ছ্বাস যশ ঠাকুরের, সঙ্গী বিরাট-শ্রেয়স।



ওয়েলসের বিরুদ্ধে নরওয়ের হয়ে গোলের পর হালান্ডকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।



কলকাতায় খেলতে এসে মেঝেতে বসে মাটন-রুটি খেলেন সূর্য, সঙ্গী সরফরাজ

সামনে চণ্ডীগড়, আজ ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই



বাংলার অনুশীলনে শামিরা।

প্রতিবেদন : ওয়াংখেড়ের উইকেটে ১৮৪ বড় টার্গেট ছিল না। কিন্তু অভিমন্যু ঈশ্বরণরা সেটা তুলতে পারেননি। ইনিংসে একটাই শুধু পার্টনারশিপ হয়েছে সুদীপ ঘরামি ও শাহবাজ আমেদের মধ্যে। তারপর ইনিংস দাঁড়ায়নি।

সোমবার চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে নামছে বাংলা। সেই একই সময়ে ম্যাচ বিকেল সাড়ে চারটায়। চণ্ডীগড় দলে মান্নান ভোরা ছাড়া পরিচিত মুখ নেই। অধিনায়ক শিবম ভামব্রি। বোলারদের মধ্যে সন্দীপ শর্মা চেনা মুখ। বাকিরা বেশি পরিচিত না হলেও চণ্ডীগড় মুস্তাক আলির প্রথম ম্যাচে বরোদাকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে।

শাহবাজকে মুস্তাকে আর পাওয়া যাবে না। তিনি ইমার্জিং কাপে খেলতে যাচ্ছেন। তাঁর না থাকা দলের বড় ক্ষতি। শাহবাজ অলরাউন্ড দক্ষতা দিয়ে বাংলাকে টানছেন। প্রথম ম্যাচে বিক্ষিপ্ত পারফরম্যান্স হয়েছে। সুদীপ ও শাহবাজ রান পেয়েছেন। সায়ন ঘোষ ব্যক্তিগত ধাক্কা সামলে ৪ উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু যেটা দরকার, সেই সামগ্রিকভাবে পারফরম্যান্স ভাল হয়নি।

মুস্তাক আলিতে গ্রুপ লিগে অনেক ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাকে। চণ্ডীগড় ম্যাচ খেলে দুদিন বাদেই ঝাড়খণ্ড ম্যাচে নামতে হবে অভিমন্যুদের। এবারের সূচি এমন যে একদিন বাদে বাদে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। কিন্তু সব দলের জন্যই সমস্যা সেটা। এসবের মধ্যেই নিজেদের জয় সরণিতে নিয়ে জয়ের সরণিতে যেতে হবে। কর্ণাটকের পর চণ্ডীগড়ের কাছে হারলে চাপে পড়বে বাংলা।

জাপানে চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্য

কুমামোতো, ১৫ নভেম্বর : বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের আঙিনায় নতুন ইতিহাস রচনা করলেন লক্ষ্য সেন। পিছিয়ে পড়েও রবিবার জাপান মাস্টার্সের ফাইনালে জাপানের কোকি ওয়াতানাবেকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের এই তারকা শাটলার। প্রথম ভারতীয় তিনিই এই টুর্নামেন্ট জয়ের কৃতিত্ব গড়লেন। তবে ফাইনাল ম্যাচের শুরুটা অবশ্য লক্ষ্যের জন্য খুব একটা ভাল হয়নি। প্রথম গেমে ১৩-২১ ফলাফলে পিছিয়ে পড়েও পিছপা হননি তিনি। দুর্দান্ত মানসিক দৃঢ়তা এবং নিখুঁত কৌশলের পরিচয় দিয়ে পরের দুটি গেমেই দারুণভাবে ফিরে আসেন। ৬৪ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে ২১-১৮, ২১-১৪ গেমে জয় ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন লক্ষ্য। চলতি মরশুমে এটি হল তাঁর দ্বিতীয় খেতাব। এর আগে হিলো ওপেন জিতেছিলেন তিনি। সেখানে ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার জোনাথান ক্রিস্টিকে হারিয়ে কেরিয়ারের সপ্তম বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাব জিতেছিলেন লক্ষ্য। এবার জাপান মাস্টার্স জয়ের সুবাদে তিনি ৯,২০০ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট পেলেন, যা মরশুম-শেষের বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকারী হবে। বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর র‍্যাঙ্কিংয়ে এই মুহূর্তে ১০ নম্বর স্থানে রয়েছেন লক্ষ্য। ক্রমতালিকার শীর্ষে থাকা ৮ জন আগামী ৯-১৩ ডিসেম্বর চিনে ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসে খেলবেন।



চ্যাম্পিয়নের পদক গলায় লক্ষ্য। রবিবার।

খোয়াজার পাশে দ্বাদশ ব্যক্তি সেয়ার্স



মেলবোর্ন, ১৫ নভেম্বর : 'স্যান্ডপেপার গেট' বা বল বিকৃতি বিতর্ক যেন যত দিন গড়াচ্ছে ততই তীব্র হয়ে উঠছে। এবার আসরে নামলেন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার চ্যাড সেয়ার্স। তিনি বল বিকৃতি কাণ্ড নিয়ে উসমান খোয়াজার করা মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে সেই সময়কার দলের সদস্য সেয়ার্স বলেন, নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে সেদিনের ঘটনা এবং ড্রেসিংরুমের অভ্যন্তরীণ আলোচনা সম্পর্কে দলের সবাই কম-বেশি জানত। এটা (স্যান্ডপেপার) দুটো টেস্ট ম্যাচে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ড্রেসিংরুমে এই নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। একই সঙ্গে, বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স যেভাবে এই বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়ে খোয়াজার মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন, তা নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন সেয়ার্স। তাঁর এই বক্তব্যতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের অস্বস্তি যে আরও বাড়ল সেটা বলাই যায়।

সম্প্রতি খোয়াজা তাঁর আত্মজীবনীতে দাবি করেছেন যে, সেই সময় দলের টেস্ট স্কোয়াডের প্রত্যেকেই স্যান্ডপেপার ব্যবহারের বিষয়টি জানত। প্রাক্তন ওপেনারের এই চাঞ্চল্যকর দাবির পরই রীতিমতো চাপে পড়েছে অজি ক্রিকেট বোর্ড এবং প্রাক্তন ক্রিকেটাররা।

অন্যদিকে, বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স কয়েকদিন আগেই এক দীর্ঘ সংবাদিক সম্মেলনে খোয়াজার সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে দাবি করেছিলেন যে, বল বিকৃতির বিষয়টি সম্পর্কে বোলারদের কেউই আগে থেকে কোনও কিছুই জানত না।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতে



দুবাই, ১৪ নভেম্বর: ২০৩৫ সাল পর্যন্ত পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রোডম্যাপ প্রকাশ করল ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা তথা আইসিসি। তাদের নতুন এই সূচি অনুযায়ী আগামী এক দশকে পরপর দু'টি বড় আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের গুরুদায়িত্ব পেতে চলেছে ভারত। ঘোষণা অনুসারে, ২০২৯ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এককভাবে আয়োজন করবে উপমহাদেশ। এই মেগা টুর্নামেন্টটি ৯ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি, ২০৩১ সালের একদিনের বিশ্বকাপ আয়োজনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ভারত। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে এই ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব সামলাবে বিসিসিআই। ওই বছর ৯ অক্টোবর থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে বিশ্ব ক্রিকেটের এই মহাযুদ্ধ। পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি ও সফল আয়োজনের নিরিখে আইসিসি যে আবারও ভারতের ওপরই ভরসা রাখল, এই ঘোষণাই তার স্পষ্ট প্রমাণ।

ফের হার, খালিদকে নিয়ে প্রশ্ন

নিউজিল্যান্ড ৩ ভারত ০

ক্রাইস্টচার্চ, ১৫ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচেও হারল ভারত। অকল্যান্ডে ০-৫ হারের পর রবিবার ক্রাইস্টচার্চে ০-৩ গোলে ধরাশায়ী ব্লু টাইগার্স। দুই ম্যাচে আট গোল খেয়ে ফিরছে ভারতীয় দল। সফর শেষে এদিনের ম্যাচের অধিনায়ক রায়ান উইলিয়ামস বলেন, এই ফল আমাদের হতাশ করেছে। আমাদের ইতিবাচক থাকতে হবে।

কোচ খালিদ জামিলের রণনীতি ফের প্রশ্নের মুখে। আগের ম্যাচে একাধিক গোল সেভ করা বিশাল কাইথ এদিন ব্যর্থ। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁকে তুলে নিতে হয়। প্রথম একাদশে এদিন পাঁচটি পরিবর্তন করেন খালিদ। মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপার পাশে আশিক কুরুনিয়নকে রেখে শুরু করেন। সেন্টার ব্যাকে মেহতাব সিংয়ের পাশে জয় গুপ্তা! অবাক করার মতো! বিদেশি কোচের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিচ্ছে খালিদের পারফরম্যান্স! সেরা একাদশ, প্রথম পছন্দের গোলকিপার, সেরা অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবলার, কিছুই চূড়ান্ত করতে পারছেন না।

শুরুতেই গোল হজমের পর প্ল্যান 'বি' নেই। যথারীতি প্রথমার্ধেই ০-৩ গোলে পিছিয়ে পড়া। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা গুছিয়ে খেলার চেষ্টা করে জেসি র্যা ন্ডালদের আর ব্যবধান বাড়াতে না দিলেও নিউজিল্যান্ড সারাক্ষণ ভারতের অর্ধেই খেলে গিয়েছে।

২২ মিনিটে প্রথম গোল করে এগিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ফিন সারমান গোল করেন। ম্যাককোয়াটের কর্নার ধরতে পারেননি বিশাল। কার্যত বিনা বাধায় হেড করে ১-০ করেন ফিন। ৪০ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের ক্ষেত্রেও রক্ষণের সঙ্গে বিশালও দায়ী। প্রথম পোস্টের দিকে থেকেও ম্যাকগ্যারির শট আটকাতে পারেননি মোহনবাগানের গোলকিপার। ৪২ মিনিটে ফের গোল। ৩-০ করেন ক্রিস উড।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তিন পরিবর্তন করেন খালিদ। পরমবীর, বিজয় ভার্গিসের সঙ্গে নামান গোলকিপার হৃত্বিক তিওয়ারিকে। তবে পরিস্থিতি বদলায়নি। ভারতের অর্ধেই বেশি খেলা হল।

প্রাক্তন ফুটবলার তথা ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, উচিত হয়নি ব্রাজিল, উরুগুয়ে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলা। এভাবে উন্নতি হয় না। আমাদের আগে এশিয়ার সেরা দলগুলোর সঙ্গে খেলে পার্থক্যটা বোঝা উচিত। এভাবে দেশের ফুটবলের উন্নতি হয় না।



উডদের থামাতে ফের ব্যর্থ রক্ষণ। রবিবার ক্রাইস্টচার্চে।

ডার্বিতে অনিশ্চিত আনোয়ার

প্রতিবেদন : আনোয়ার আলিকে ছাড়া দুটো ম্যাচে ভরাডুবি হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। ভারতীয় দলও নিউজিল্যান্ডে জোড়া প্রীতি ম্যাচে তারকা ভারতীয় ডিফেন্ডারের অভাববোধ করেছে। ইস্টবেঙ্গলের জন্য চিন্তার, দলের সেরা ডিফেন্ডারকে হয়তো ২৯ নভেম্বর আইএসএলের ডার্বিতেও পাবে না দল। লম্বা ছুটি কাটিয়ে রবিবার অনুশীলন শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের অধীনে ২০ নভেম্বরের দিল্লি ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করেছে দল। জাতীয় দলের ফুটবলাররা ছাড়া বাকিরা ছিলেন অনুশীলনে। কলকাতায় ম্যাচ মহম্মদ রশিদদের। সেই ম্যাচে তো বটেই, ন'দিন পর যুবভারতীতে ডার্বিতেও খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ আনোয়ারের। ফলে উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গল কোচ আনোয়ারকে ছাড়া রক্ষণ মজবুত করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।

জাগোবাংলা
আমাদের অনুভূতির প্রকাশ মাধ্যম



ওয়াংখেড়েতে প্রথমবার ডব্লুপিএলের ম্যাচ। মুম্বই ও বরোদায় হবে ম্যাচগুলি

মাঠে ময়দানে

16 November, 2026 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৬ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

পাকিস্তানকে খোঁচা দিয়ে উৎসব করিনি

বলছেন মোহিত



নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : শেষ বলে পাকিস্তানকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জয়ের পর ভারতীয় দলের আগ্রাসী সেলিব্রেশনের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ঝড় তুলেছে। শেষ বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অবিস্মরণীয় জয় এনে দেওয়া ম্যাচ উইনার মোহিত উলভা সেই তীব্র উল্লাস ও প্রতিক্রিয়ার কারণ নিয়ে মুখ খুললেন। তাঁর মতে, এটি কোনও পূর্বপরিকল্পিত বা কাউকে অসম্মান করার উদ্দেশ্যে করা ছিল না। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এবং তাও আবার ফাইনাল ম্যাচের উত্তেজনার মাঝে এই ধরনের কিছু বেরিয়ে আসাটা খুবই স্বাভাবিক। মোহিত বলেন, এটা একেবারেই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, আশা করি সবাই বুঝতেই পারছেন। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ছিল, তার উপর আবার ফাইনাল। আমরা প্রতিপক্ষকে খাটো করতে বা টিটকিরি দিতে ওটা করিনি। আমরা কেবল নিজেদের ভাল পারফর্ম্যান্সের মুহূর্তটিকে সেলিব্রেট করছিলাম। সেই মুহূর্তে যা বেরিয়ে এসেছে, তা একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল।

শেষ বলের পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে মোহিত জানান, ম্যাচ শেষ হওয়ার মুহূর্তটিতে তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে তাঁরা জিতে গিয়েছেন। সতীর্থরা যখন তাঁকে ঘিরে ধরে উঁচুতে তুলে নেন, তখনই জয়ের আসল অনুভতি তাঁর মনে তীব্র হয়ে ওঠে। এরপর তিনি গ্যালারিতে থাকা ভারতীয় সমর্থকদের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক জয়ের আনন্দ ভাগ করে নেন।

ছেলের বার্তায় আপ্লুত শেহবাগ



আর্যবীরের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বীরুর।

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর: অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে পাকিস্তানকে এক উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। টানটান উত্তেজনার এই ম্যাচ শেষে কিংবদন্তি ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র ওপেনার আর্যবীর শেহবাগ এক আবেগঘন ভিডিও কলে বাবার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। খেলার শেষ দিকে স্নায়ুচাপ সামলাতে তিনি ক্রমাগত 'সীতারাম, সীতারাম' জপ করছিলেন বলে বাবাকে জানান। ফাইনালের শেষ ওভারে জয়ের জন্য ভারতের যখন ৩ রান প্রয়োজন এবং ক্রিজে টেলএন্ডাররা ব্যাট করছিলেন, তখন ডাগআউটে বসে প্রবল স্নায়ুর চাপে ভুগছিলেন আর্যবীর। ভিডিও কলে তিনি তাঁর বাবাকে বলেন, পাপা, আমি ভীষণ স্নায়ুর চাপে ছিলাম। শেষ ওভারগুলোতে আমি শুধু 'সীতারাম, সীতারাম' জপ করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেভাবেই হোক একটা বাউন্ডারি আসুক বা অন্তত বল ব্যাটে লাগুক। শেষ বলে ওটাই হল।

মোট ৫টি ইনিংসে ৩৬১ রান করে টুর্নামেন্টের সেরা নির্বাচিত হন আর্যবীর। ছেলের এই সাফল্যের দিনে ভিডিও কলের মুহূর্তটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন গর্বিত পিতা বীরেন্দ্র শেহবাগ। সেটির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, কিছু মুহূর্ত ট্রফি অথবা পুরস্কারের চেয়েও অনেক বেশি দামি, যা একজন বাবা সারাজীবন মনে রাখেন।

দুরন্ত ডাচদের সামনে আজ সতর্ক জার্মানি

বার্লিন, ১৫ নভেম্বর : উয়েফা নেশনস লিগে দারুণ ছন্দে থাকা নেদারল্যান্ডসের সামনে গ্রুপ শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার হাতছানি। গ্রিসকে সাত গোল দিয়ে সোমবার রাতে জার্মানির বিরুদ্ধে নামছে জাভি হার্নান্ডেজের দল। তবে গ্রুপের নির্ণায়ক ম্যাচটি কঠিন হতে যাচ্ছে ডাচদের জন্য। শেষ ম্যাচটি বার্লিনে গিয়ে খেলতে হবে তাদের। তবে জুরগেন ক্লপের ছেলেরা আগের ম্যাচে সার্বিয়াকে হারালেও জার্মানদের ধারাবাহিকতার অভাব ভোগাচ্ছে। তাই ঘরের মাঠেই কঠিন পরীক্ষার মুখে ফ্লোরিয়ান উইর্জরা। গ্রিসের বিরুদ্ধে ডাচদের ৭-০ গোলে জয়ে একাই হ্যাটট্রিক করেছেন তিয়ানি রেইনডার্স। শুধু ফ্র্যাঙ্কি ডি ইয়ংকে চোটের কারণে পাবে না নেদারল্যান্ডস। কমলা ঝড় থামাতে নিজেদের মাঠে রক্ষণ জমাট রেখেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার রণনীতি তৈরিতে ব্যস্ত ক্লপ। পাঁচ ম্যাচ খেলে তিনটি জয় ও দু'টি ড্রয়ে ১১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে নেদারল্যান্ডস। ৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে গ্রিস। একই পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে তিনে জার্মানি। ডাচদের হারালে মুখোমুখি সাক্ষাতে এগিয়ে থেকে শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সুযোগ রয়েছে ক্লপের জার্মানির কাছে। দু'দলের দুই কোচ জাভি ও ক্লপের মগজাস্ত্রের লড়াইও এই ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ।

আল নাসের ছাড়ছেন মানে

রিয়াদ, ১৪ নভেম্বর : সৌদি ক্লাব আল নাসেরের সঙ্গে সেনেগালের তারকা ফরোয়ার্ড সাদিও মানের সম্পর্ক শেষ হতে চলেছে। গত কয়েক বছর ধরে দুর্দান্ত পারফর্ম করে আসলেও, চলতি শেষেই তাঁকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আল-নাসরের সঙ্গে মানের চুক্তির মেয়াদ চলতি মরশুমের পরই শেষ হচ্ছে। এর ফলে আগামী শীতকালীন দলবদলের বাজারেই তাঁর সামনে সুযোগ থাকবে অন্য কোনও ক্লাবের সঙ্গে নতুন চুক্তি সেরে নেওয়ার এবং পরবর্তী গ্রীষ্মে সম্পূর্ণ ফ্রি এজেন্ট ফুটবলার হিসেবে সেখানে যোগ দেওয়ার।

রোনাল্ডোর মঞ্চ মাটি করল ডেনমার্ক, হার পর্তুগালের

ব্রাগা, ১৫ নভেম্বর : প্রস্তুত ছিল মঞ্চ। জমকালো বিদায় বার্তাও জানানো হল নায়ককে। কিন্তু সবকিছুতে জল ঢেলে ডেনমার্কের কাছে ১-৪ গোলে হেরে গেল পর্তুগাল।



জাতীয় সঙ্গীতের সময় পর্তুগালের খেলোয়াড়দের গায়ে ছিল ৭ নম্বর জার্সি।

নেশনস লিগের এই ম্যাচ দিয়ে রোনাল্ডোত্তর যুগ শুরু করল পর্তুগাল। ডেনমার্কের সঙ্গে ফিরতি ম্যাচ ছিল এটা। কিন্তু পরিকল্পনামতো খেলার ৭ মিনিটে গোটা মাঠ সিআর সেভেন আবেগে ডুবে গেলেও খেলার শেষে মুখ চুন করে বাড়ি ফিরলেন পর্তুগিজরা। আসলে পার্টি মাটি করেছেন রসমুস হজলুন্ড। তিনি একাই দুটো গোল করে ডেনমার্কের জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেন। গ্রুপের শেষ ম্যাচে নরওয়ের বিরুদ্ধে ১ পয়েন্ট পেলেই তাঁরা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে যাবেন।

দারুণ একটা আবহ তৈরি হয়েছিল ম্যাচের শুরু থেকে। পর্তুগালের সব ফুটবলার মাঠে নেমেছিলেন রোনাল্ডোর আইকনিক ৭ নম্বর জার্সি পরে। এরপর খেলার ৭ মিনিটে মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিনে রোনাল্ডোর বিশাল ছবি ফুটে ওঠে। সেইমুহূর্তে গোটা মাঠ রোনাল্ডোর নামে চিৎকার করতে থেকে। হাততালিতে ভরে যায় সারা মাঠ। বোঝা গেল রোনাল্ডো পর্তুগালবাসীর হৃদয়-জুড়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।

পর্তুগাল কিন্তু চাপ দিয়ে ম্যাচ শুরু করেছিল। ভিতিনা আর একটু হলে গোলও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু শটে জোর ছিল না। ডেনমার্ক পিছিয়ে না থেকে পাল্টা অ্যাটাকে যায় মহম্মদ দারামির সৌজন্যে। পর্তুগাল এরমধ্যে প্রায় গোল করার পরিস্থিতি করে ফেলেছিল নেটো আর দালোতের যৌথ উদ্যোগে। এরমধ্যে ৪৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে হজবার্গ ১-০ করে দেন। ৫০ মিনিটে ডেনমার্কের ২-০ হজলুণ্ডের গোলে। ৭ মিনিট পর ৩-০ তাঁরই গোলে। ৬৩ মিনিটে জেসুস একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন করার পর ট্রিনকাও পর্তুগালের হয়ে ব্যবধান কমান। ৭৫ মিনিটে ৪-০ অ্যান্ডারসনের। এরমধ্যেএকটি গোল শোধ হয়েছিল।

অন্যদিকে, এদিন আল-নাসেরের অনুশীলনে সম্পূর্ণ কালো পোশাক পরে এসেছিলেন রোনাল্ডো। তার মানে কি তাঁকে ছাড়া পর্তুগালের ফুটবলে কালো দিন ঘনিয়ে এল?

আনচেলোত্তির বিদায় চান ক্ষুব্ধ রোমারিও

রিও দি জেনেইরো, ১৫ নভেম্বর : চুক্তির মেয়াদ ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। এখনও চার বছর বাকি। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে শনিবার জাপানের কাছে হারের পর কিংবদন্তি ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার রোমারিও এতটাই ক্ষুব্ধ যে, কোচ কার্লো আনচেলোত্তির বরখাস্ত চাইছেন। শুধু তাই নয়, ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) প্রেসিডেন্টকে ছাঁটাইয়ের উদ্যোগও নিতে বলেছেন।

ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার রোমারিও এখন দেশটির রাজনীতিতেও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে ব্রাজিল সংসদের সিনিয়র সেনেটর। এবারের বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় নরওয়ের কাছে হেরে বিদায় নেওয়ার পর ২০৩০ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নতুন দল গড়ার লক্ষ্যে জাপানের কাছে হারকে মানতে পারছেন না রোমারিও।

আনচেলোত্তির অধীনে ব্রাজিলের এটি পঞ্চম হার। সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়ে রোমারিও লিখেছেন, আনচেলোত্তি, যথেষ্ট হয়েছে। ব্যাগ গুছিয়ে চলে যাও। আর নিতে পারছি না আমরা। তোমার কেরিয়ার নিয়ে কারও প্রশ্ন নেই। সর্বকালের অন্যতম সেরা কোচ তুমি। তবে সেটা ক্লাব পর্যায়ে। ব্রাজিল জাতীয় দলের জন্য সঠিক ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারোনি।



জাপানের কাছে হারের পর হতাশ ব্রাজিল কোচ।

এরপর ব্রাজিলের ফুটবলপ্রধান সামির জাউদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে রোমারিও লিখেছেন, সামির তুমি তরুণ এক ব্রাজিলিয়ান। বিশ্বাস করি, তুমি দেশের ফুটবলের ভাল চাও। আর একটা বিশ্বকাপ নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে পারি না। এখনই সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। আনচেলোত্তিকে বরখাস্ত করো।

মাঠে ময়দানে
16 November, 2026 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা

সিরাজ ভয়ডরহীন ক্রিকেটার। কোনও কিছুতে ভয় পায় না। ম্যাচের পর বললেন শ্রেয়স



অর্শদীপ-সিরাজের হাতে ৩-১ সিরিজ

ভারত ২০৯ (৪২.১ ওভার)
নিউজিল্যান্ড ১৮৭ (৪৮.১ ওভার)

মাউন্ট মানুইগানুই, ১৫ নভেম্বর : ট্রফি হাতে গ্রুপ ছবি তোলার সময় মুখে হাসি নিয়েও রোহিত কিন্তু আবেগে ভেসে যাচ্ছিলেন। বিরাটও তাই। শুধু তাঁর ডাকাবুকো ব্যাপারটা আছে বলে ভিতরেই থাকল। নিউজিল্যান্ডে শেষবার খেললেন দু'জনে। আর শেষ ম্যাচে ভারত ২২ রানে জিতে সিরিজ ৩-১ করে ফেললো। কিন্তু ম্যাচ ও সিরিজ নিয়ে প্রবাসীদের মাথা ঘামাতে বয়ে গেল। একজন প্ল্যাকার্ডে লিখেছেন, রো-কোর সঙ্গেই ওডিআই শেষ হয়ে গেল। চতুর্দিকে এই আবেগ এখন সংক্রমিত হবে '২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। গ্যারান্টি।

টি-২০ জমানায় ৫০ ওভারের ম্যাচ নাকি লোকজনের টাইম পাস। আসলে ভুল। প্রমাণ হয়ে গেল বে ওভালে। ভারত ২০৯ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল নিউজিল্যান্ডের জলভাত টার্গেট। কিন্তু ৬৪-১ থেকে খেলাটা ঘুরে গেল। ঘোরালেন পেসাররা। অর্শদীপ সিং ৩ ও মহম্মদ সিরাজ ২ উইকেট নিয়েছেন। ১টি উইকেট অভিষেক ম্যাচে নামা যশ ঠাকুর ও আকিব নবি। ম্যাচটা পরের দিকে নাটকীয় মোড় নিল। দিনরাতের ম্যাচে এটা হয়। আলো জ্বললেই উইকেটের চরিত্র বদলে যায়। তাই কিউইরা ভাল শুরু করেও শেষমেশ ডুবে গেল।

নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ফক্সক্রফ্টের ৩১। স্যান্টনার ২৪, কেলি ২৪, ব্রেসওয়েল ১৯ রান করেছেন। এই স্কোর দেখলে মনে হবে ওরা সেট হয়ে উইকেট দিয়েছেন। কিন্তু উইকেট আসলে বোলাররা নিয়েছেন। অর্শদীপ, নবি, সিরাজরা কন্ডিশনকে ব্যবহার করেন। অর্শদীপ তাও খেলার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু সিরাজ বসে থাকতে থাকতে উঠে এসে ১০ ওভার বল করে গেলেন। ৫০ রান দিয়ে ২ উইকেট। কুলদীপকে ফেরত পাঠানো সঠিক সিদ্ধান্ত। এখানে টেস্টেও পেসার-রাজ চলবে। এরমধ্যে অক্ষর ২টি উইকেট উইকেট নিয়েছেন। তবে জয়ের রাস্তা গড়ে দিয়েছিলেন অর্শদীপ আর সিরাজই।

বোলারদের অনেকেই টেস্ট শিবিরে। মিচেল স্যান্টনার ছাড়া তারকা বোলারদের কাউকে রাখেনি নিউজিল্যান্ড। সেই দ্বিতীয় সারির বোলিংয়ের সামনেও হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ভারতীয় ব্যাটিং। হ্যামিল্টনের বৃষ্টির ম্যাচ বাদ দিলে টপ অর্ডারের ভেঙে পড়া পরিচিত দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে ২০২৭ বিশ্বকাপে কী হবে। গৌতম গম্ভীর সঙ্গত কারণেই আগের ম্যাচের পর ব্যাটারদের দিকে আঙুল তুলেছিলেন।

গম্ভীর বলেছিলেন উইকেট বা বোলিং নিয়ে কিছু বলার থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভাল বল বলে কিছু হয় না। ঠিকই বলেছেন। রোহিত যে বল ফ্লিক করতে গেলেন, সেটা পুশ করা যেত। বিশেষ করে স্যান্টনার যখন শর্ট মিড উইকেটে একটা লোক রেখে দিয়েছেন! বিরাট আবার গাছ থেকে ফুল পাড়ার মতো আকাশের বল মাটিতে নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। ব্যাস, দুই মহারথীর গল্প এখানেই শেষ।

পুরো ৫০ ওভারও খেলতে পারেনি ভারত। গুটিয়ে গেল ৪২.১ ওভারে ২০৯ রানে। ভাবলে শিউরে উঠতে হয় যে ঈশান কিশান আর অক্ষর প্যাটেল ৪৬ রান করে না গেলে হয়তো আর একটা ৮৯ অলআউট দেখতে হত। রোহিত ৭ ও বিরাট ৫ রানে আউট হয়েছেন। শ্রেয়স করেন ২২ রান। ঋতুরাজের অবদান ২৭ বলে ১৭। ৮.১ ওভারে ৩৪-৩ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ভারত শুধু ভুগেছে। মাঝখানে ঈশান, অক্ষর ও নমন কিছুটা চেষ্টা করেছেন ঘুরে দাঁড়ানোর।

এই সিরিজে রোহিতের অবদান ৩০। অবিশ্বাস্য! তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক অ্যাটাকিং ব্যাটিং ছেড়ে খোলসের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছেন। বিরাট একটা ৭৪ ছাড়া কিছু করেননি। শ্রেয়স অ্যালেনের হাতে একবার জীবন পাওয়ার পরও ইনিংস দাঁড় করাতে পারেননি। নিউজিল্যান্ডে একটা আস্ত সাদা বলের সফর থেকে খালি হাতে ফিরলেন। গায়কোয়ারের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল। তিনি দলের স্কিম অফ থিংসে ছিলেন না। শুভমনরা টেস্ট ডিউটিতে যাওয়ায় ডাক পেয়েছেন।

ভারতের রান একসময় ৩ উইকেটে ৮৬ ছিল। একটা সামান্য পার্টনারশিপ তৈরি হয়েছিল শ্রেয়স আর অক্ষরের (৪৬) মধ্যে। কিন্তু যখন আরও দূরে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছিল তখনই অধিনায়ক ফিরে যান। তারপর অক্ষর। তাঁকে নিয়ে দলের ভাবনাচিন্তার মাথামুন্ডু নেই। অক্ষর বোধহয় ওপেনিংটুকু বাদ দিয়ে সব জায়গায় ব্যাট করেছেন। এতদিন খেলছেন, দল নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার দেয়নি। ঈশান আর অক্ষর তাও চেষ্টা করেছিলেন। নমন ৩১ বলে ২২ করেন। নতুন মুখ হলেও তাঁর মধ্যে চেষ্টা আছে। যার খুব অভাব রয়েছে এই দলে।

তবু ভারত দুশো পার করেছিল। যা একসময় ভাবা যাচ্ছিল না। বলা হচ্ছে প্রথম দিকের উইকেটগুলো উপহার দেওয়া। না হলে এখানে একদম ব্যাটিং প্যারাডাইস ছিল ভারতের ইনিংসে। ভারতীয় ব্যাটিং দ্বিতীয় সারির বোলিংয়ের সামনেও কুঁকড়ে গেল। কিন্তু শেষদিকে অর্শদীপরা জ্বলে উঠে দিনভর ব্যর্থতাকে ঢেকে দিলেন। সিরিজ জেতার পর সবকিছু এখন মধুর।





আরও একটি উইকেট অর্শদীপের। উচ্ছ্বাস বিরাটের। সিরাজকে ঘিরে সতীর্থদের সেলিব্রেশন (ডানদিকে)। রবিবার বে ওভালে সিরিজের শেষ ম্যাচে।

বোলারদের সিরিজ ছিল এটা : শ্রেয়স

মাউন্ট মাউনগানুই, ১৫ নভেম্বর : শেষ ম্যাচে জিতে ৩-১ করে শ্রেয়স আইয়ার বললেন এটা বোলারদের সিরিজ ছিল। ব্যাটারদের কিছু করার ছিল না। তাঁর ভাল লাগছে এটা ভেবে যে সবাই দরকারে উঠে দাঁড়িয়েছে।

শেষ দুই ম্যাচে শুভমন গিল না থাকায় নেতৃত্ব দিয়েছেন শ্রেয়স। তাঁর উপলব্ধি, কাজটা যেমন নিংড়ে নেয়, তেমনই চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু আমি উপভোগ করেছি। ক্যাপ্টেন হিসাবে একটা ম্যাচ জিতেছি। একটা হেরেছি। সমান-সমান। আগের ম্যাচে ৮৯। এই ম্যাচে ২০৯। তারপরও ভারতের সিরিজ। শ্রেয়স বলেন, আমরা ব্রেকে খুব বেশি আলোচনা করিনি। শুধু মাঠে সবটুকু দিতে চেয়েছিলাম।

শ্রেয়স বুঝেছিলেন এখানে সিমারদের দিয়েই কাজ হবে। তিনি তাই জোরে বোলারদের ব্যবহার করেছেন। অক্ষর বল করতে আসেন ৩৭তম ওভারে। শ্রেয়সের দাবি, জোরে বোলাররা বল করার সময় পরপর উইকেট এসেছে। বোলাররা জুটি বেঁধে বল করেছে। একদিক থেকে যখন চাপ এসেছে তখন আরেকদিক থেকে উইকেট এসেছে। শ্রেয়স মেনে নেন, পুরো সিরিজে ব্যাটিং কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুটো দলেরই। কিন্তু সবথেকে জরুরি যে জিনিসটা ছিল সিরিজ আমরাই জিতেছি।

বলা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার মহড়া হয়ে গেল নিউজিল্যান্ডে। ২০২৭ বিশ্বকাপে এভাবেই বল মুভ করবে। উঠে আসবে। শ্রেয়স অবশ্য বললেন, জানি না ওখানে কি হবে। কিন্তু এই যে এখানে বারবার আবহাওয়া বদলাল, দলে বদল হল, সেটা অবশ্যই চ্যালেঞ্জ ছিল।

আগের ম্যাচে ম্যাট হেনরির সামনে ৮৯ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাতে শ্রেয়স উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, আমরা পরের দিনই চতুর্থ মাচের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। হেনরি ভাল বল করেছে মেনে নিয়েই আমরা এরপর এগিয়ে চলতে চেয়েছি।



অক্ষর জুটি ভাঙতেই শ্রেয়সের অভিনন্দন। রবিবার।